NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ইউটিউবে বাংলা সংবাদচর্চা

পড়ুয়ার শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার ৬

কলকাতা ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১৭ ভাদ্র ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৮৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 3.9.2024, Vol.18, Issue No. 85 8 Pages, Price 3.00

গ্রেপ্তার সন্দীপ ঘোষ

টানা ১৬ দিন জেরা, গ্রেপ্তার করল সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে গ্রেপ্তারই করা হল আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। গত ১৬ অগস্ট থেকে টানা ১৫ দিন সিবিআই জেরার মুখোমুখি হতে হয়েছিল সন্দীপকে। গত শনি এবং রবিবার শুধু তাঁকে জেরা করা হয়নি। সোমবার আবার তাঁকে তলব করা হয় সিজিও কমপ্লেক্সে। সন্ধ্যায় সেখান থেকে বার করে সিবিআই অফিসারেরা সন্দীপকে নিয়ে যান নিজাম প্যালেসে। তার পরেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়, গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। গত ৯ অগস্ট আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর থেকেই তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে নানা মহলে। গত ১৫ অগস্ট তাঁকে প্রথম বার তলব করে সিবিআই। সে দিন হাজিরা দেননি সন্দীপ। পর দিন অবশ্য রাস্তা থেকে সোজা সিবিআইয়ের গাড়িতে ওঠেন তিনি। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দপ্তরে। তার পর থেকে ২৪ অগস্ট পর্যন্ত টানা ১৪ দিন তাঁকে তলব করা হয় সিজিওতে। দৈনিক ১০ থেকে ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত সিবিআই দপ্তরে থাকতে হয়েছিল সন্দীপকে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। এ ছাড়া, ওই হাসপাতালে আর্থিক অনিয়মের মামলার তদন্তভারও সিবিআইয়ের হাতে দিয়েছে আদালত। দু'টি মামলাতেই কেন্দ্রীয় সংস্থার জোড়া আতশকাচের নীচে রয়েছেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। আর্থিক অনিয়মের মামলায় ২৪ অগস্ট এফআইআরও করেছে সিবিআই। সূত্রের খবর, সেই এফআইআরের ভিত্তিতেই সন্দীপের বাড়িতে পৌঁছেছিল সিবিআইয়ের দল। তার মাঝে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে সন্দীপ-সহ মোট সাত জনের পলিগ্রাফ পরীক্ষাও করেছিল সিবিআই। মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর থেকে আরজি করে যে আন্দোলন শুরু হয়, তাতে আবাসিক চিকিৎসক থেকে পড়ুয়া, সকলেরই অন্যতম দাবি ছিল সন্দীপের অপসারণ কিংবা পদত্যাগ। আন্দোলনের চাপে পড়ে ১২ অগস্ট পদত্যাগ করেন সন্দীপ। স্বাস্থ্য দপ্তরে গিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র জমাও দেন। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সন্দীপকে কলকাতার অন্য একটি সরকারি হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। সেখান থেকেও তাঁর অপসারণের দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন। এর মাঝে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় সন্দীপকে ছুটিতে যেতে। সেই থেকে ছুটিতেই ছিলেন সন্দীপ। পরে অবশ্য আন্দোলনের চাপে তাঁকে সেই পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখা গ্রেপ্তার করল সন্দীপ ঘোষকে।

সিপির পদত্যাগের দাবি, হাতে লাল গোলাপ, প্রতীকী শিড়দাঁড়া

লালবাজার অভিযানে নেমে রাত দখল জুনিয়র ডাক্তারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে ফুঁসছে গোটা বাংলা। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে লালবাজার অভিযানে জুনিয়র চিকিৎসকরা। ডাক্তারদের রুখতে লোহার ব্যারিকেডে ঘিরে ফেলা হয়েছে কলকাতা পুলিশের সদরদপ্তর। গানে-কবিতায়-স্লোগানে রবিবার রাত জেগেছিল নাগরিক সমাজ। আর সোমবার আরজি কর-কাণ্ডে সুবিচার ও পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে, গোলাপ ও প্রতীকি শিরদাঁড়া নিয়ে লালবাজার অভিযানে জুনিয়র ডাক্তাররা।

তরুণী চিকিৎসকের খুন-ধর্ষণের পর ২৪ দিন পার। এখনও কিনারা হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে সোমবার লালবাজার অভিযানের ডাক দিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট। তাদের অভিযোগ, ধর্ষণ-খুনের প্রমাণ লোপাটে পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। ১৪ অগস্ট রাতে আরজি কর মেডিক্যালে হামলার সময় কেন নিষ্ক্রিয় ছিল পুলিশ, প্রশ্ন তুলে বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। আর সেই মিছিল পুলিশি ব্যারিকেডের সামনে বাধা পেতেই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। সেখান থেকেই রাত দখলের ডাক জুনিয়র চিকিৎসকদের।

জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'আমরা ৪৮ ঘণ্টা ডিউটি করতে পারি। টানা রোগীদের পরিষেবা দিতে পারি। তাহলে আজকের দিনের জন্য এখানে অবস্থানও করতে পারি। যতক্ষণ না কমিশনার এসে কথা বলবেন আমরা ততক্ষণ থাকব। আজ সারারাত হলে সারারাতই অপেক্ষা করব।'

এদিকে, আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি। সন্দীপ ঘোষের গ্রেপ্তারির খবর আসতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তবে এরপরও জুনিয়ার চিকিৎসকদের বক্তব্য, মূল আন্দোলন থেকে যেন নজর না ঘুরে যায়। অর্থাৎ তাঁদের পরিষ্কার বক্তব্য তিলোত্তমার সঙ্গে যে বা যাঁরা এই নিকৃষ্ট ঘটনা ঘটিয়েছে তাঁদের গ্রেপ্তার করতেই হবে। অন্যদিকে, ধর্মতলার ধর্না মঞ্চে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বিজেপি। এদিকে, শয়ে শয়ে জুনিয়র চিকিৎসকরা রাস্তায় বসে থাকলেও তাঁদের সাথে দেখা না করে বেরিয়ে যান সিপি।

এদিকে, যত সময় এগোচ্ছে ততই ভিড় বাড়ছে জুনিয়র ডাক্তারদের। ব্যারিকেডের সামনে রাস্তায় বসে আরও ঝাঁঝ বাড়ছে প্রতিবাদের। চিকিৎসকদের তরফে এদিন বলা হয়, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল নিয়ে আসছিলাম। এসে দেখলাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের অনেক আগেই লোহার ব্যারিকেড দিয়ে আমাদের আটকে দেওয়া হল। যেন একটা ভায়োলেন্ট মবকে আটকানো হচ্ছে। এখানে ডাক্তাররা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ডেপুটেশন দিতে এসেছে। এত আগে আটকানোর কী কারণ, জানা নেই। যার কাছে ডেপুটেশন দিতে এসেছি তাঁর কাছ অবধিই যখন পৌঁছতে পারছি না, তাহলে তিনিই আমাদের কাছে আসুন। আমরা অপেক্ষায় এখানে বসে আছি। এখন উনি যদি এতই দাম্ভিক হন, যদি মনে হয় উনি আসবেন না, তাহলে আমরা এখানেই বসে থাকব।

ছাত্রছাত্রীরা অবস্থানে বসার পরেই পুলিশ জানিয়ে দেয়, আর এগোতে দেওয়া হবে না মিছিল। ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আজ পর্যন্ত যত মিছিল হয়েছে, সব ফিয়ার্স লেনেই আটকানো হয়। এটাই নিয়ম। আজও মিছিল এগোতে দেওয়া হবে না। ওঁরা যদি শান্তিপূর্ণ অবস্থান করতে চান, করুন।' কেবলমাত্র জুনিয়র চিকিৎসকদের ২০ জনের প্রতিনিধি দলকেই ভিতরে যেতে দেওয়া হবে। তবে মানছেন না আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, মিছিল এগোতে দিতে হবে, নয়তো সিপি না আসা পর্যন্ত অবস্থান আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

ছাত্রদের মতোই নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় পুলিশও। এখনও পর্যন্ত মানা হয়নি আন্দোলনকারীদের দাবি। ব্যারিকেডের ওপারে বসে পড়েছেন পুলিশ কর্তারা।

বিধানসভা চত্বরে মৌন মিছিল করলেন বিজেপি বিধায়করা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিনেই আরজি কর-কাণ্ডে তপ্ত হয় অধিবেশন কক্ষ। প্রথম দিনে শোকপ্রস্তাবের পরই অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাওয়া কথা ছিল। কিন্তু সেই শোকপ্রস্তাবে নাম ছিল কেবল প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। আরজি করের নির্যাতিতার বিষয়ে সেখানে কোনও উল্লেখ ছিল না। তা নিয়েই আপত্তি জানান বিজেপি বিধায়কেরা। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি জানান, শোকপ্রস্তাবে বুদ্ধদেবের সঙ্গে আরজি করে নির্যাতিতার প্রসঙ্গও রাখতে হবে। আরজি কর-কাণ্ডের কথা যুক্ত করার দাবিতে অধিবেশন কক্ষে সরব হন শুভেন্দু। কিন্তু স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, আইনগত সমস্যা থাকায় নির্যাতিতার নাম দেওয়া সম্ভব নয়। এরই মধ্যে তৃণমূল ও বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে একপ্রস্ত তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। শুভেন্দু যখন স্পিকারকে কিছু বলতে উঠেছিলেন, তখন পূর্বস্থলির বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বসার জন্য বলেন। শাসক ও বিরোধী বিধায়কদের তর্কাতর্কিতে প্রথম দিনেই তপ্ত হয় অধিবেশন। যদিও শেষ পর্যন্ত আরজি করের নির্যাতিতার নাম বা আরজি করের প্রসঙ্গ যুক্ত হয়নি শোকপ্রস্তাবে। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবের শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন স্পিকার। এর পর অধিবেশন সোমবারের মতো মুলতুবি হয়ে যায়। কিন্তু বিজেপি বিধায়কেরা এর পরও নিজেদের আসনে বসে থাকেন। দৃশ্যত অর্ধেক ফাঁকা অধিবেশন কক্ষেই বিজেপি পরিষদীয় দলের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন শুভেন্দু। আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদ উঠে আসে শুভেন্দুর গলায়। আরজি কর-কাণ্ডের কথা উল্লেখ করে অধিবেশন কক্ষেই এক মিনিট নীরবতা পালন করেন শুভেন্দু ও অন্য বিজেপি বিধায়কেরা। এর পর বিধানসভা চত্বরেই আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে মৌন মিছিল করেন তাঁরা।

কোচবিহারে এসপি অফিসে ইটবৃষ্টি, মিছিল থেকে গ্রেপ্তার নিশীথ প্রামাণিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির জেলাশাসক অফিস ঘেরাও অভিযান থেকে গ্রেপ্তার হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। পুলিশি বাধা পেয়ে জেলাশাসকের অফিস থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে পুলিশ সুপারের অফিসে ইটবৃষ্টি করেন বিজেপির কর্মী এবং সমর্থকেরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে পাল্টা কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, নিশীথ-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরজি কর-কাণ্ডে বিচার চেয়ে এবং রাজ্যে নারী সুরক্ষার দাবিতে জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়েছিল সোমবার। দুপুর ২টো নাগাদ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কোচবিহারের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ, কোচবিহারের জেলা বিজেপি সভাপতি সুকুমার রায়, বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী, মালতী রাভা প্রমুখের নেতৃত্বে মিছিল এগোচ্ছিল জেলাশাসকের দপ্তরের দিকে। ক্রমশ জেলাশাসকের দপ্তরের দিকে মিছিল এগোলে বাধা দেয় পুলিশ। তবে সেই বাধা কেটে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন নিশীথরা। এখনও জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান নিশীথ। নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে নিয়েই তিনি এগোচ্ছিলেন।

রাজ্যের আবেদন খারিজ, ছাত্রনেতার জামিন নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল সুপ্রিমেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'-এর আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়ীর ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল রাজ্য সরকার। সেই মামলা খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। বহাল রইল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ। আদালত জানাল, ওই ছাত্রনেতার জামিন মঞ্জুর হওয়াই উচিত। 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'-এর নবান্ন অভিযানে গোলমালের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া সায়নকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার। সোমবার বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে শুনানি ছিল সেই মামলার। শুনানিতে হাইকোর্টের নির্দেশের বিরোধিতা করায় প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি সায়নের গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্ন তোলে সুপ্রিম

কোর্ট। বিচারপতি পারদিওয়ালার প্রশ্ন, ১০০ জনের মধ্যে ওই ছাত্রনেতাকে পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করল? তার পরই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ উল্লেখ করে বিচারপতি পারদিওয়ালার মন্তব্য, 'ওই ছাত্রনেতার জামিন মঞ্জুর হওয়াই উচিত। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এফআইআর খারিজের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।' রাজ্যের কাছে তিনি জানতে চান সায়নের বিরুদ্ধে কতগুলো এফআইআর দায়ের হয়েছে। রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে জানায়, ১১টি এফআইআর দায়ের হয়েছে সায়নের বিরুদ্ধে। রাজ্যের আইনজীবী সোমবার সুপ্রিম কোর্টে বলেন, 'হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন সায়নের মা। কিন্তু তিনি কর্মসূচির ডাক দেননি। কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন সায়ন। প্রশ্ন উঠছে সায়ন নিজেই নবান্ন অভিযান কর্মসূচি করিয়েছিলেন, না কি এর নেপথ্যে অন্য কেউ আছেন?' যদিও রাজ্যের যুক্তিতে সায় দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। তবে সায়নের জামিন প্রসঙ্গে বিচারপতি পারদিওয়ালা মন্তব্য করেন, 'প্রথমে নগর দায়রা আদালত ও পরে হাইকোর্ট থেকে জামিন নিতে পারতেন ওই ছাত্রনেতা।'

নারী নির্যাতন রোধে আজ 'অপরাজিতা' বিল আনছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ ও গণধর্ষণ সংক্রান্ত আইনকে আরও কঠোর রূপ দিতে চায় রাজ্য সরকার। এজন্য মঙ্গলবার বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইনের একটি সংশোধনী আনা হচ্ছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে অপরাজিতা নারী ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধনী) বিল। প্রস্তাবিত বিলটিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও পকসো আইনেরও কয়েকটি ধারা সংশোধন করে কঠোরতর বিধি যুক্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই সংশোধনীতে ধর্ষণের ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্ষিতা মারা গেলে অথবা জড় অবস্থায় পৌঁছে গেলে অপরাধীর বাধ্যতামূলকভাবে মৃত্যুদণ্ড ও জরিমানার সংস্থান রাখা হয়েছে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং জরিমানার সংস্থান থাকছে। গণধর্ষণের ক্ষেত্রেও ধর্ষণকারীদের আমৃত্যু কারাবাস করতে হবে। বয়স নির্বিশেষে যেকোনো ধর্ষণের মামলাতে একই ধরনের শাস্তির বিধান থাকছে। ধর্ষিতার পরিচয় প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট অপরাধীর তিন থেকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড ও জরিমানার সংস্থান রাখা হয়েছে। আদালতে চলা এই সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে কোনো তথ্য অনুমতি ছাড়া প্রকাশ্যে আনলেও একই শাস্তি দেওয়া হবে। গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে এক মাসের বদলে সাতদিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। মূল আইনে যেখানে এক বছরের মধ্যে শাস্তি দেওয়ার কথা বলা ছিল, তা সংশোধন করে এক মাসের মধ্যে করা হবে। মূল আইনে কোনও থানায় ঘটনা নথিভুক্ত করার পর দু'মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার কথা বলা ছিল। এই সংশোধনীতে তা কমে ২১ দিনের মধ্যে শেষ করার কথা বলা হচ্ছে। যদি কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় পুলিশ ২১ দিনে তদন্ত শেষ করতে পারছে না, আরও ১৫ দিন অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক স্বয়ং ওই ঘটনার তদন্ত করবেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনীতে মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে হওয়া অত্যাচারের ঘটনার তদন্তে 'অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স' তৈরির কথা বলা হয়েছে। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জেলায় জেলায় বিশেষ আদালত গঠন করারও প্রস্তাব রয়েছে। যার দায়িত্বে

থাকবেন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পদমর্যাদার পুলিশ কর্তারা।

উল্লেখ্য, আরজি কর-কাণ্ডের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন মহল থেকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আনার দাবি তোলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়; তৃণমূলের দুই সর্বোচ্চ নেতৃত্বও কঠোর আইনের আনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। ২৮ অগস্ট মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে ধর্ষণ রুখতে কঠোর আইনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন মমতা। তিনি বলেছিলেন, 'ধর্ষকের একমাত্র শাস্তি ফাঁসি। আর কিছু নয়।' সেই মঞ্চ থেকেই তিনি জানিয়েছিলেন, রাজ্য বিধানসভায় ধর্ষকের ফাঁসি নিশ্চিত করতে বিল নিয়ে আসবে রাজ্য। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, তিনি সংসদে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রাইভেট মেম্বার বিল আনবেন। সেই মোতাবেকই এই বিল আনা হচ্ছে। সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে রাজ্য বিধানসভার ২ দিনের বিশেষ অধিবেশন। তবে এদিন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে শোকপ্রস্তাব আনার পরই দিনের মতো অধিবেশন পর্ব শেষ করে দেওয়া হয়। 'অপরাজিতা' বিলটি বিধানসভায় পাশ হয়ে যাওয়ার পর, সেটি আইনে পরিণত করার জন্য রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হবে। দেখার বিষয়, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সেই বিলে সই করেন কিনা। যদিও মুখ্যমন্ত্রী আগে থেকেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, রাজ্যপাল সেই বিলে সই না করলে তৃণমূলের মহিলা সদস্যরা রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে ঘেরাও করবেন। যতদিন না তিনি সেই বিলে সই করছেন, ততদিন সেই ঘেরাও চলবে। যদিও প্রশ্ন উঠেছে, ধর্ষণের মতো ঘটনায় শাস্তির জন্য কেন্দ্রীয় আইন রয়েছে। তারপরও কি কোনও রাজ্য পৃথক ধর্ষণ-বিরোধী আইন আনতে পারে? কোন পথে সেই আইন রাজ্যে কার্যকর হতে পারে? সংবিধান বিশেষজ্ঞদের দাবি, কেন্দ্রের আইন থাকলেও রাজ্য সরকার চাইলে আইন আনতেই পারে। সংবিধানেই সেই সুযোগ দেওয়া রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের কনকারেন্ট লিস্টের আইটেম-১ এ ফৌজদারি আইনের উল্লেখ রয়েছে। সেক্ষেত্রে রাজ্য চাইলে আইন আনায় কোনও বাধা নেই। বিধানসভায় বিল পাশের পর রাজ্যপালের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে। তারপর যাবে রাষ্ট্রপতির কাছে। রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিলেই রাজ্যে ওই আইন কার্যকর হবে। রাষ্ট্রপতি সব সীমারেখা বিচার করবেন। যদি রাজ্যের প্রণিত আইন নিয়ে রাষ্ট্রপতির কোনও সংশয় থাকে, সে ক্ষেত্রে সংবিধান অনুযায়ী তিনি সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি পরামর্শ চাইতে গেলে সুপ্রিম কোর্টে পূর্ণাঙ্গ শুনানি হবে। সব শোনার পর সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ দিতে পারে রাষ্ট্রপতিকে। সব সংশয় শেষ হলে তবেই আইন প্রণয়ন হতে পারে। তবে ওই আইন কার্যকর হলেও আরজি কর-কাণ্ড কিংবা তার আগে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে না। আইন পাশ হওয়ার পর ঘটনার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে। একই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, রাজ্যের আইন যেন কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধী না হয়। যদি কেন্দ্রের আইনের সঙ্গে রাজ্যের আইনের বিরোধ হয়, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের আইন থাকবে। রাজ্যের আইন থাকবে না। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে, রাজ্য আইন তৈরি করলেও কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে বিরোধ বাধলে কেন্দ্রীয় আইন প্রাধান্য পাবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Surajit Chatterjee S/O Samar Chatterjee, residing at Vill-Akhira PO+PS-Rampurhat, WB, declare that son Mukundan Chatterjee & Shreyansh Chatterjee is same vide affidavit in SDEM (S) court. Berhampore WB, Date- 02-09-24

CHANGE OF NAME

I, Surajit Chatterjee S/O Samar Chatterjee, residing at Vill-Akhira PO+PS Rampurhat, WB, declare that daughter Vedika Chatterjee & Janvika Chatterjee is same vide affidavit in SDEM (S). court Berhampore WB, Date-02-09-24

NAME CHANGE

I Amit Kumar Amit, S/o Krishna Narayan Poddar residing at Southwinds, Block-2/301, 132, Ghosal Para Road, Manikpur, Rajpur, P.O- Harinavi, Distt- South 24 Parganas, WB, PIN- 700148. Declare vide Affidavit no. 96AB- 972889 before C.M.M.S Court 2 & 3 Bankshall Street, Kolkata -700001 that my wife's correct & actual name is Pratibha Kumari which has been recorded in her Aadhar Card no. 7542 9119 8550 and her name was wrongly recorded as Pratibha Kumori in her son's birth certificate. That Pratibha Kumori & Pratibha Kumari is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD. KAMAL S/O Md. Sahid presently residing at 18, New Chord Road, P.O. - Shyamnagar, P.S. - Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN- 743127 do hereby declare vide affidavit filed before the notary, Barrackpore dated 31.08.2024 that my name with title/ surname has been recorded as MD. KAMAL S/O Md. Sahid in my Aadhar and PAN cards but in my passport, my name has been recorded as KAMAL MOHAMMAD inadvertently. MD. KAMAL S/O Md. Sahid and KAMAL MOHAMMAD S/O Md. Sahid is the same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গল বার। ১৭ ই ভাদ্র। অমাবস্যা তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে যত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের উৎকণ্ঠ কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এল জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যায়ে কোনো সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তার সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বৃদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় হবে। ওম হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মে ভালোবাসা যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন প্রেমের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশে পুজো করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গুরু শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়ে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীণ মানুষ যিনি ডি চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বৃদ্ধির দ্বারা জয়ী উ হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিষয়ে কাজ করেন তাদের শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহ ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে কোন [illegible] মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।)

নাম -পদবী

গত 02/09/2024 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5706 নং এফিডেভিট বলে আমি Satiranjan Das S/o. Badal Chandra Das গ্রাম ও পোস্ট ভগবতীপুর থানা চন্ডীতলা জেলা হুগলী পিন ৭১২ ৭০১ নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Abdul Rahaman নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম -পদবী

গত 30/08/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 14 নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Akib Ali Mollah ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Amir Ali Mollah ও A. Mollah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 30/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11966 নং এফিডেভিট বলে আমি Subrata Bhar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mrityunjay Bhar ও M. Bhar, Mritunjay Bhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 30/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11960 নং এফিডেভিট বলে Susovan Chattopadhyay S/o. Subodh Chattopadhyay ও Susovan Chattapadhyay S/o. S. Kr. Chattapadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

আমি Anindita Sarkar Saha 9/8/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে (No. 1363/24) এফিডেভিটে আমি Anindita Sarkar Saha ও Mun Mun Sarkar উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম Anindita Sarkar Saha

নাম -পদবী

গত 30/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11956 নং এফিডেভিট বলে আমি Chandan Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nimai Chandra Biswas ও Nemai Chandra Biswas, N. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 30/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11961 নং এফিডেভিট বলে Ashok Kumar Kanjilal S/o. Amulya Kumar Kanjilal ও Ashok Kr. Kanjilal S/o. A. K. Kanjilal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 21/08/2024 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া, কোর্টে H/70 নং এফিডেভিট বলে আমি Anupama Samanta D/o. Uttam Kumar Samanta নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Hosenara নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম -পদবী

গত 30/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11959 নং এফিডেভিট বলে Gouranga Debnath S/o. Parimal Debnath ও Gourango Debnath S/o. P. Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 29/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11867 নং এফিডেভিট বলে আমি Tarak Nath Batabyal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sanjit Kumar Batabyal ও S. N. Batabyal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 29/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11865 নং এফিডেভিট বলে Michale Madhusudan Raj S/o. Baliraj Ratnam Raj ও Michal Madhusudan Raj S/o. B. R. Raj সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

আমি Puja Malik D/o. Pratap Malik গত 10/01/2021 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Afiya Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। 02/09/2024 তারিখে S.D.E.M. সদর হুগলী কোর্টে 46 নং এফিডেভিট বলে Puja Malik ও Afiya Bibi D/o. Pratap Malik W/o. Sk Arsad Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 16/08/24 নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 34 নং এফিডেভিট বলে Mustari Bibi W/o. Sk. Azim ও Musthir Azim W/o. Sk. Azim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি । আমার কন্যা Aayat Azim.

নাম -পদবী

গত 30/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11957 নং এফিডেভিট বলে Surendar Ray S/o. Jamadar Ray ও Surendar Roy S/o. Lt. J. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, **আমি শ্রী জনার্দন গম্ভীরা-অরিম আইস ক্রিম ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা লি.** এর ডিরেক্টর, অফিসের ঠিকানা -২২৫ এ, এন এস সি বোস রোড, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা : ৭০০০৪৭, পশ্চিমবঙ্গ , আমার নিম্নোক্ত সম্পত্তি অবস্থিত ''সুজান অ্যাপার্টমেন্ট'' ফ্ল্যাট নং ৩এ, চতুর্থ তল, প্রেমিসেস নং ২২৫এ, এন এস সি বোস রোড, বাঁশদ্রোণী, মৌজা : খানপুর, জেএল নং ৪৬, দাগ নং ১৯৩ এবং ১৯৫, খতিয়ান নং ৫৭, ১০৮, ১৮১ এবং ১৮৪, কলকাতা ৭০০০৪৭, ডিএসআর অফিস আলিপুর এবং এডিএসআর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ -এর মূল সংযুক্ত দলিল হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংযুক্ত দলিল উক্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে বিস্তারিত :

ক) ১৫৪৪-১৯৯৬ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর আলিপুর সমীপে, উল্লেখ্য বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪৫, পৃষ্ঠা ২২ থেকে ৪৫।

শ্রী অধীর ঘোষ (পূর্বতন স্বত্বাধিকারী) ইতিমধ্যেই যাদবপুর থানায়, সংশ্লিষ্ট হারানোর বিষয়ে উল্লেখ্য জিডিই নং **৫৫৭ তাং ০৭.০৫.২০১৬** তারিখে দাখিল করেছেন। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ফেরত দেওয়া হলে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে।

শান্তনু নন্দী
অ্যাডভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট , হুগলি
মো : ৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা নদীয়া, থানা রানাঘাট ব্লক রানাঘাট ১ নং, ১৪২ নং নিয়ামতপুর মৌজায় এল আর এস ১২৩১ খতিয়ানে আর এস ও এল আর ১৮০ দাগে ১০ শতক ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮১ দাগে ৫ শতক, খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮২ দাগে ১৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮৪ দাগে ২২ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮৫ দাগে ৭.৫ শতক, এল আর এস ১২৩৫ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮০ দাগে ১০ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮১ দাগে ৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮২ দাগে ১৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮৪ দাগে ২২ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮৫ দাগে ৭.৫ শতক, এল আর এস ১২৩৩ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮০ দাগে ১৩.৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮১ দাগে ৪.৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮২ দাগে ১৮.৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮৪ দাগে ২৪ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮৫ দাগে ৯.৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮০ দাগে ৩.৩৭৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮১ দাগে ১.১২৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮২ দাগে ৪.৬২৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮৪ দাগে ৬ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮৫ দাগে ২.৩৭৫ শতক, এল আর এস ১২৩২ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮০ দাগে ৫.৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮১ দাগে ২.৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮২ দাগে ৭ সতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮৪ দাগে ১৪.৫ শতক, ঐ খতিয়ানে আর এস ও এল আর এস ১৮৫ দাগে ৩.৫ শতক জমি **অজিত কুমার রায়** এর পক্ষে গত ইং ১২/০৪/২০২৩ তারিখে এ আর এ ১ নং অফিসে ৩০১২ নং আমমোক্তার বলে এবং **মনোজ কুমার রায়** এর পক্ষে গত ইং ০৬/০৬/২০২৩ তারিখে এ ডি এস আর রানাঘাট ১ নং অফিসে ৪১৯৮ নং আমমোক্তার বলে এবং **উজ্জ্বল রায় এর পক্ষে** গত ইং ০৬/০৬/২০২৩ তারিখে এ ডি এস আর রানাঘাট ১ নং অফিসে ৪১৯৭ নং আমমোক্তার বলে এবং **রুমা সাহা ও ঝুমা সাহা** এর পক্ষে গত ইং ০৬/০৬/২০২৩ তারিখে ৪১৯৯ নং আমমোক্তার বলে **(১) অরবিন্দ সরকার**, পিতা সুবোল সরকার, **(২) সমীর সরকার** পিতা হরেন্দ্র নাথ সরকার এবং **সরোজ কুমার রায়** এর পক্ষে গত ইং ০২/১০/২০২০ নং আমমোক্তার **বলে (১) সুবল দে (২) সমীর সরকার** হইতে আমার মক্কেল **(১) শ্রী সৌরভ সরকার**, পিতা গোবিন্দ সরকার, **(২) শ্রীমতি গায়েত্রী দে**, স্বামী অসীম কুমার দে গত ইং ০৩/০৮/২০২৪ তারিখে এ আর এ ২ নং কলিকাতা অফিসে ৯৪১০ নং বিক্রয় কোবলা দলিল বলে উপরোক্ত দাগের জমি খরিদ করেন । উপরোক্ত জমির বিষয়ে কারোর কোন অভিযোগ থাকিলে আগামী ৩০ দিন এর মধ্যে বি এল এন্ড এল আর ও রানাঘাট - ১নং, রানাঘাট, নদীয়া অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না ।

Dhananjoy Ghosh (Advocate)
F-2136/2225/2021 Ranaghat Court, Nadia

আমমোক্তারনামা

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমরা ১) অশোক ঘোষ, পিতা-মৃত বলাই চন্দ্র ঘোষ, সাং চকের পাড়া ২) স্বপন কুমার দত্ত, পিতা-মৃত সুকুমার দত্ত সাং মল্লিকপাড়া উভয়ের পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার এল.আর ২২৯১৭, ২৪৭১১, ২২৯১৮, ২১২৯৩, ২১৪০৯ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ৩২৮০২, ৩২৮০৩, ৩২৮০৪ এল.আর ২৩৯৯৭ নং দাগে ৩২ শতক মধ্যে ১০.৫৮ শতক জমি যাহা কৃষ্ণনগর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের ডঃ শচীন্দ্র নাথ চৌধুরী সরনীস্থিত ১ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। গত ইং ১৬.০৩.২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2976/2023 নং একখানি দলিলবলে মূল মালিক ১) মানিক চন্দ্র সাহা ২) স্বপন সাহা ৩) সুনীল সাহা ৪) মায়ারানী সাহা ওরফে মায়া সাহা ৫) জয়ারানী সাহা ওরফে জয়া সাহা ৬) নবকুমার সাহা ৭) সুজিত সাহা ৮) সোমা খাঁ সর্ব সাং হরিভূষন দাস রোড, পোঃ- শক্তিনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া মহাশয়গনদ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি, এমতাবস্থায় আমরা আমমোক্তারদ্বয় উপরে বর্নিত সম্পত্তি থেকে ১২.০৬.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6165/2023 নং একখানি দলিল বলে ১) শুভজিৎ দাস, পিতা-রণজিৎ কুমার দাস কাটোয়া টেলিফোন ময়দান, পোঃ- কাটোয়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান ২) সাগরিকা সাহা, পিতা-কমল কৃষ্ণ সাহা, শক্তিনগর, অঞ্জনাপাড়া, পোঃ- শক্তিনগর, জেলা-নদীয়া মহাশয়কে বিক্রয় করি ২.৮৯ শতক জমি। এখন ১) শুভজিৎ দাস ও সাগরিকা সাহা কৃষ্ণনগর ১ বি.এল এন্ড এল.আর ও অফিসে নামপত্তন করিবে, এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে কৃষ্ণনগর-১ বি.এল এন্ড এল. আর. ও দপ্তরে ইহা প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিতে হইবে।

ভ্রম সংশোধন

গত ০১/০৯/২০২৪ তারিখে আমমোক্তার নামা (জলেশ্বর ঘোষ পিতা- মহাদেব ঘোষ) এর বিজ্ঞাপনে ভুলবশতঃ ৩ নং আমমোক্তার সত্য সরকার পিতা- অসিত সরকার সাং- হরিপুর স্ট্রিট, শান্তিপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ নামটি বাদ পড়ে গিয়েছে, এই আমমোক্তার টি যুক্ত হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে আমার একটি ''আসল বিক্রয় দলিল'' যাহার নংঃ ৭৬৫, বহি নম্বর-১, ভলিউম নম্বর-১২, দলিল নং ঃ ৭৬৫ ডি.আর অফিস-আলিপুরে ইং ২১/০১/১৯৮৫ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছিল, অসিত কুমার মুখার্জী ও রঞ্জিত কুমার মুখার্জী (আমার পিতা) দ্বয়ের মাধ্যমে, যাহা হারাইয়া গিয়াছে। আমি গত ইং ১৬/০৮/২০২৪ তারিখে রিজেন্ট পার্ক থানায় একটি ''সাধারণ ডায়েরি (GDE নং ১১৯২)'' করিয়াছি। এমতাবস্থায় আমি সবিনয় অনুরোধ করিতেছি যদি কেহ উক্ত দলিল পেয়ে থাকেন তাহা হইলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করিলে বাধিত হইব। অর্পিতা মুখার্জী, ৫বি টাওয়ার-১, ৭৬/১বি, বিধান সরনী, কলিকাতা-৭০০০০৬।

Arup Kumar Dey,
Advocate,
Alipore Judges Court, Kolkata-700027

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা নদীয়া, থানা রানাঘাট ব্লক রানাঘাট ১ নং, ১৫৩ নং আনুলিয়া মৌজায় আর এস ৪৯৮ এল আর এস ২০৭১ খতিয়ানে আর এস ৬১ ও এল আর ৮১ দাগে ০.৮২৫ শতক ঐ খতিয়ানে আর এস ৬২ ও এল আর ৭৮ দাগে ০.৮২৫ শতক জমি **আরতী বিশ্বাস** এর পক্ষে গত ইং ০৬/০৯/২০১৭ তারিখে এ ডি এস আর রানাঘাট ১ নং অফিসে ২১৪ নং আমমোক্তার বলে **শ্রীমতী মৌসুমী ঘোষ**, স্বামী খোকন ঘোষ হইতে আমার মক্কেল **শ্রীমতী আলোমতী বিশ্বাস**, স্বামী রাজু বিশ্বাস গত ইং ১৬/০৮/২০১৯ তারিখে এ ডি এস আর রানাঘাট ১ নং অফিসে ৫৬৯৭ নং বিক্রয় কোবলা দলিল বলে উপরোক্ত দাগের জমি খরিদ করেন। উপরোক্ত জমির বিষয়ে কারোর কোন অভিযোগ থাকিলে আগামী ৩০ দিন এর মধ্যে বি এল এন্ড এল আর ও রানাঘাট - ১নং, রানাঘাট, নদীয়া অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

Dhananjoy Ghosh (Advocate)
F-2136/2225/2021
Ranaghat Court, Nadia

নোটিশ

জেলাঃ- হুগলী মোকাম
শ্রীরামপুরের (জেলা প্রতিনিধি আদালত।)

Act 39 Case No. 15/24

আবেদনকারীঃ

১। **শ্রী কৃষ্ণদাস সরকার,**
পিতা- স্বর্গীয় ঠাকুরদাস সরকার

২। **শ্রীমতি নির্মলা সরকার,**
স্বামী- শ্রী কৃষ্ণদাস সরকার, উভয়ের সাং- জিরাট, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫০১।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরিউক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় তাপস সরকার, পিতা- কৃষ্ণদাস সরকার, শেষ বাসস্থান- ৩ নং নতুনগ্রাম, পোঃ- মোড়পুকুর, থানা- রিষড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২৫০, যিনি অত্র মোকর্দ্দমা দরখাস্তকারিনীদের পুত্র হইতেছেন। গত ইংরাজীর ৩১/০৮/২৩ তারিখে পরলোকগমন করেন। জীবদ্দশায় তিনি RDB TEXTILES LIMITED কর্মরত ছিলেন এবং তার প্রফিডেন্ট ফান্ড থেকে ২৮,০০০/- ছুটি ও ভ্রমনভাতা হিসাবে ২০০০০/- এবং বেতন বাবদ ১৯৮৩/- উপরিউক্ত কোম্পানির কাছে গচ্ছিত আছে। আদালত নোটিশ জারি করিয়াছেন যদি তাপস সরকারের উক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অন্য কোন দাবিদার থাকেন, তাহা হইলে উপরিউক্ত আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। কিন্তু কেউ আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় আদালতের আদেশ অনুসারে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত মোকর্দ্দমায় অন্য কোন ব্যক্তি অভিযোগ বা আপত্তি থাকলে নোটিশ বিজ্ঞপ্তির দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবেন। নচেৎ উপরিউক্ত আবেদনকারী এই অর্থের বাদী আইনসম্মত দাবিদার হবেন।

বাদীর উকিলবাবু
Sharmila Dey
অ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর চক্রবর্ত্তী
(সেরেস্তাদার)
শ্রীরামপুর, হুগলী, পঃবঃ

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা আমার মক্কেল শ্রী উজ্জ্বল রায়, পিতা-শ্রী বিনোদ রায় সাং রামদুলালপুর, পোঃ- বগুলা, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া এর নিযুক্তীয় উকিলবাবু ও এ্যটর্নি হিসাবে সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে বিগত ইংরাজী ২১/০৮/২০২৩ তারিখে হাঁসখালী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত আই নং বই এর ২৯৮১/২৩ নং সাব বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে মালিক শ্রী উজ্জ্বল রায়, পিতা-শ্রী বিনোদ রায় সাং রামদুলালপুর, পোঃ- বগুলা, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া । প্রকাশ থাকে যে - ১) শ্রী কানাইলাল বৈদ, পিতা-মৃত বসন্ত কুমার বৈদ্য ২) শ্রী কল্লোল বৈদ্য, পিতা-শ্রী কানাইলাল বৈদ উভয়ের সাং-দুর্গানগর, পোঃ ও থানা-নিমতা, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা, হাঁসখালী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ইংরাজী ১৪/০৮/২০২৩ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত ও সম্পাদিত ১ নং বই এর আই ২৮৮৯/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী মোহিতলাল বাইন, পিতা- মৃত মাখনলাল বাইন, সাং এ-১১/৩৩২-এ, ১১, সম্পূর্ন অংশিক পোঃ ও থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী জেলা নদীয়া, থানা- হাঁসখালী ময়ূরহাট ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীণ ৭১নং কৌতুক নগর মৌজার এল আর খতিয়ান নং ১৪৫০ এবং আর এস ও এল আর ৫২১ নং দাগে ৭.৩৩ শতক সম্পত্তি আমমোক্তার হইতেছে। উপরিউক্ত আমমোক্তার বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার হাঁসখালী সাব রেজিষ্ট্রী নদীয়া, বিগত ইং ২১/০৮/২০২৩ তারিখে ১ নং বই এর ২৯৮১ নং সাব বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে উজ্জ্বল রায়, পিতা- শ্রী বিনোদ রায়, সাং রামদুলালপুর, পোঃ-বগুলা, থানা-হাঁসখালী, জেলা-নদীয়া কে উপরে উল্লেখিত তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করেন । বর্তমানে ১৪৫০ হাল খতিয়ান ৫২১ দাগে মল্লিকা বৈদ্য (বাইন) এর নামে রেকর্ডভুক্ত রহিয়াছি । উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের এক মাসের মধ্যে হাঁসখালী বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে জানাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

উজ্জ্বল রায়, পিতা-শ্রী বিনোদ রায় সাং রামদুলালপুর, পোঃ- বগুলা, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী, মোকাম চন্দননগর
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
অ্যাট ৩৯ কেস নং ২২/২০১৮
(সাকসেশন)

দরখাস্তকারিঃ- শ্রী অশোক কুমার রাজভড়, পিতা- মৃত বারখো রাজভড় ওরফে বরদু রাজভর, সাং- ৮. কে. বি. এম রোড- ২, চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, খানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২২২ এবং স্থায়ী সাং- গ্রাম-অচল ভীতি, পোঃ-নিউ, মেহনগর, খানা- রানী কি সারাই, জেলা- আজমগড়, রাজ্য- উত্তরপ্রদেশ, পিন-২৯৮২০৮।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারির পিতা- মৃত বারখো রাজভড় ওরফে বরখু রাজভর পিতা- মৃত সুরাও রাজভড় বিগত ইংরাজীর ১১/০১/২০১৮ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। ডালহৌসি জুট কোম্পানী, জি. টি রোড চাঁপদানী, পোঃ-বৈদ্যবাটী, থানা-৭১২২২২ কর্তৃক উক্ত দরখাস্তকারির পিতা- মৃত বারখো রাজভড় ওরফে বরখু রাজভড় এর জীবদ্দশায় তাহার ত্যক্ত উক্ত জুট মিলের গ্র্যাচুইটি বাবদ ১,৬৯,১০৫/- (এক লক্ষ উনসত্তর হাজার নয় শত পাঁচ) টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে, যাহার টোকেন নং এইচ বি - ১৭৪৫ এবং সি আর ইজি নং- ৩১৫১৫ হইতেছে। তাহা সুদ সহ পাইবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারি অত্র আদালতে সাকসেশন সার্টিফিকেট গ্রহন করিবার মর্মে দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া জানাইবেন। নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

দেও কুমার প্রসাদ
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত

আদালতের আদেশানুসারে
সোমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
District Delegate
Chandernagor, 28/6/24

নোটিশ

করিমপুর-।। সমষ্টী উন্নয়ন আধিকারীকের করণ মহিষবাথান, নদীয়া "নোটিশ" করিমপুর ।। ব্লক এর অধিনস্ত সমস্ত সংঘ সমবায় সমিতি এর খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত "বিজ্ঞপ্তি" করিমপুর-।। ব্লক এর অধিনস্ত সমস্ত সংঘ সমবায় (১০) সমিতি সমূহের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এতদ্বারা ব্লকের অধিনস্ত সমস্ত সংঘ সমবায় সমিতি এর সমস্ত এস.এইচ.জি প্রতিনিধি সদস্যাগনকে জানাইতেছি যে ০৩/০৯/২০২৪ তারিখ বিজ্ঞপ্তির সহিত পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হইল। যাহা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হইবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্যের কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা লিখিত ভাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নিকট করিমপুর-।। সমষ্টী উন্নয়ন আধিকারীকের কার্যালয়ে বিজ্ঞপ্তির দিন হইতে ১০/০৯/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৩টে পর্যন্ত জমা দিতে পারিবেন। উপরিউক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং ১১/০৯/২০২৪, ১২/০৯/২০২৪ ও ১৩/০৯/২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩ টের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা করিমপুর- সমষ্টী উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে শুনানি হইবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদনকারীকে তাহার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করিতে হইবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা ইং- ১৪/০৯/২০২৪ তরিখে বিকেল ৩ টের সময় প্রকাশিত হইবে।

Sd/-
মৃন্ময় সেনগুপ্ত,
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,
করিমপুর-II ব্লক এর অধিনস্ত সমস্ত সংঘ সমবায় সমিতি।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং - ৩৭/২০২৩
(সাকসেশান)

দরখাস্তকারিগনঃ ১। শামীমা খাতুন স্বামী- মৃত মহঃ সাহাজাদা, ২। নাবালিকা কন্যা সাবিয়া খাতুন, ৩। নাবালক পুত্র মহঃ শাহবাজ উভয়ের পিতা মৃত মহঃ সাহাজাদা দরখাস্তকারি নং ২ ও ৩ এর পক্ষে তাঁহাদের নিজ মাতা ও গার্জেন বা অভিভাবিকা শামীমা খাতুন (দরখাস্তকারিনী নং ১) সকলের সাকিম ৪২/২ কে বি এম রোড চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২২২।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারিনী নং ১ এর স্বামী এবং দরখাস্তকারি নং ২ ও ৩ এর পিতা মৃত মহঃ সাহাজাদা বিগত ইংরাজীর ২০.০৮.২০২২ তারিখে সাং ৪২/২ কে বি এম রোড চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২২২ ঠিকানায় পরলোকগমন করিয়াছেন। নর্থ ব্রুক জুট কোম্পানি লিমিটেড এ্যাট জি টি রোড চাঁপদানী পোঃ - বৈদ্যবাটী, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২২২২ কর্তৃক উক্ত দরখাস্তকারিনী নং ১ এর স্বামী এবং দরখাস্তকারি নং ২ ও ৩ এর পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার ত্যক্ত উক্ত জুটমিলের Legal dues (গ্র্যাচুইটি,পি.এফ ইত্যাদি) বাবদ ২০,৪০২/- (কুড়ি হাজার চারশত দুই) টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে। যাহার (এল. বি নং- ই এক্স/১১৪১ এবং সি. নং ০৯/২৯৯৭)। তাহা সুদসহ পাইবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারিগন অত্র আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেট গ্রহন করিবার মর্ম্মে দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া জানাইবেন। নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

(দেও কুমার প্রসাদ)
এ্যাডভোকেট

আদালতের আদেশানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
চন্দননগর আদালত
সেরেস্তাদার
District Delegate
Chandernagor, 28/6/24

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) শ্রী তপন কুমার মল্লিক পিতা ঁধীরেন্দ্র নাথ মল্লিক সাকিম সারদা পার্ক, মনসাতলা, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712104, **২) শ্রী সুকুমার মল্লিক** পিতা ঁধীরেন্দ্র নাথ মল্লিক সাকিম 'রঞ্জিত নিবাস', ফ্ল্যাট নং 401, 27/21, আটাপারা লেন, পোঃ সিঁথি, থানা বরানগর, কলকাতা, পিন 700050, **৩)শ্রী সঞ্জিত মল্লিক** পিতা ঁধীরেন্দ্র নাথ মল্লিক সাকিম 271, নারায়ণ রায়ের বেড়, থানা – চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন 712103, **৪)শ্রীমতী শেফালী দত্ত** পিতা ঁধীরেন্দ্র নাথ মল্লিক, স্বামী শ্রী গৌর চাঁদ দত্ত, সাকিম শীলগলি, ফুলপুকুর, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712101, **৫) শ্রীমতী শুভ্রা শীল** পিতা ঁধীরেন্দ্র নাথ মল্লিক, স্বামী শংকর শীল সাকিম পি/27, প্রান্তিক, ধরবাগান, তোলাফটক, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712101, **৬)শ্রী তরুন কুমার মল্লিক** পিতা ঁধীরেন্দ্র নাথ মল্লিক, সাকিম 271, নারায়ণ রায়ের বেড়, থানা – চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন 712103 সকলের পক্ষে বিগত ইং- 01/12/2015 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0427/2015 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **(শ্রী বিশ্বজিৎ মল্লিক** ঁধীরেন্দ্র নাথ মল্লিক, সাকিম 271, নারায়ণ রায়ের বেড়, থানা – চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন 712103)-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তির উপর নির্মিত 'এনডোভার এ্যাপার্টমেন্ট'- এর চতুর্থ তলে '402' নং একটি বসবাসযোগ্য ফ্ল্যাট মালিকানা ভিত্তিতে 749.25 বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট ও কমবেশী 900 বর্গফুটের, উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল ইং- 27/08/2018 তারিখে ডি.এস.আর- I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-11603/2018 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী রীনা মল্লিক** স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ মল্লিক সাকিম 271, নারায়ণ রায়ের বেড়, থানা – চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন 712103 মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কাপাসডাঙ্গা, জে.এল. নং 10, হাল এল. আর. 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504 নং খতিয়ানে, হাল এল. আর. 4649 নং দাগে বাস্তু জমি 3 কাঠা 8 ছটাক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী রীনা মল্লিক** স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ মল্লিক উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও., মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. NIET No. **E-1(2nd Call)/KGP-I/2024-25, E-19 (3rd Call)/KGP-I /2023-24.** Last date of submission **11.09.2024 & 18.09.2024 up to 17p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সম্পত্তি বিক্রয়

আমি চন্দন সরেন, পিতা ওমপ্রকাশ সরেন। সাকিম মকরমপুর, বোলপুর, জেলা বীরভূম এর বাসিন্দা। আমার একটি জমি সর্বানন্দপুর মৌজায় ৯৯ নং দাগের খতিয়ান নং ১৩৭৬, পরিমাণ ৩০ শতক বিক্রি আছে। যাহার মূল্য ৯৫০০০০ টাকা। যদি কোন আদিবাসী ব্যক্তি নিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে আমার মোবাইল নম্বরে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ নম্বর -৭০০১০১৩৯৮০

নোটিশ

আমমোক্তানামা পত্র

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রীমতী দুর্গারাণী ঘোষ ওরফে দুর্গাবালা ঘোষ, স্বামী শ্রীকান্ত ঘোষ দীং, সাং গ্রাম ও পোঃ- বড়বহেড়া, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২৪৬; উক্ত ব্যক্তিগণ মৌজা নওয়াপাড়া গ্রামে জে.এল.নং-১, কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন হাল.এল.আর. ১৯৬ নং খতিয়ানভুক্ত, সাবেক ও হাল ৭১৭ নং দাগে ১৪ শতক শুনা সম্পত্তি আমরা আমাদের পৈতৃক ওয়ারিশানসুত্রে প্রাপ্ত হইয়া যৌথ ভোগদখলে কায়েম ও দখলীকার থাকা অবস্থায় আমরা একযোগে গত ইংরাজীর ১০/১০/২০২৩ তারিখে উত্তরপাড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৭৬০ নং আমমোক্তানামা দলিলমূলে আমাদের পরিচিত শ্রী বরুণ দাস, পিতা স্বর্গীয় অমূল্য দাস, সাং হসপিটাল রোড, নবগ্রাম, পোঃ-নবগ্রাম, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২৪৬, উক্ত সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিবার জন্য আমমোক্তানামা প্রদান করিয়া দিয়াছি। ইহাতে যদি কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. এ্যাণ্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, নাচেৎ একতরফা শুনানি হইয়া যাইবে।

RATHINDRA NATA NAG
ADVOCATE
SERAMPORE COURT
REGD. NO. WB/111/8

অতিরিক্ত দায়িত্ব বাড়ল প্রাক্তন মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকাকে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান করা হল। পাশাপাশি তিনি হাইওয়ে ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টকরের দায়িত্বও পালন করবেন। এরই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প তত্ত্বাবধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা করা হল। এটি তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব। বি পি গোপালিকা তিনটি পদের দায়িত্ব আগামী তিন বছর সামলাবেন। শনিবার ৩১ আগস্ট, মুখ্যসচিব পদ থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন। তারপরেই তাঁকে, নতুন দায়িত্ব দেওয়া হল। কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর থেকে এই মর্মে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

পাণ্ডবেশ্বর শাখার পক্ষ থেকে জেএমএসের জেনারেল ম্যানেজারকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সোমবার বেলা ১১টা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বর কুমারডিহি এবিপিট কোলিয়ারির কন্টিনিউয়াস মাইনর প্রজেক্টের কয়লা উত্তোলনের বরাত পাওয়া বেসরকারি সংস্থা জেএমএসের জেনারেল ম্যানেজারকে দুই দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করল পাণ্ডবেশ্বর শাখার বাংলা পক্ষের সদস্যরা। পাণ্ডবেশ্বর শাখা বাংলা পক্ষের তরফে ভাস্কর মুখার্জি জানান, বাকোলা এরিয়ার এই কন্টিনিউয়াস মাইনর প্রজেক্ট এর কয়লা উত্তোলনের বরাত পেয়েছে একটি বেসরকারি সংস্থা জেএমএস। ভাস্কর বাবুর দাবি, যেভাবে ওডিশায় বাঙালিদের বাংলাদেশি বলে অত্যাচার করা হচ্ছে, তাড়ানো হচ্ছে তাদের কাজ থেকে। অথচ এই বাংলায় বাইরে থেকে লোক এনে কাজ করাচ্ছে জেএমএস। ফলে বঞ্চিত হচ্ছে এলাকার লোকেরাই।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১৭ ভাদ্র ১৪৩১ মঙ্গলবার

লাগাতার আন্দোলনে জুনিয়র চিকিৎসকরা, সমস্ত হাসপাতালের খবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে জুনিয়র ডাক্তারদের লাগাতার আন্দোলনে ব্যহত হচ্ছে রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা। যদিও সিনিয়ার ডাক্তাররা প্রাণপাত পরিশ্রম করে কোনও রকম ভাবে রোগী পরিষেবা চালু রেখেছেন। এমত পরিস্থিতিতে রাজ্যজুড়ে হাসপাতালগুলির হাল হকিকত জানতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার জুনিয়র ডাক্তারদের লালবাজার অভিযান চলাকালীনই স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে হাসপাতালের কাজকর্ম কেমন চলছে তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত ভাবে খোঁজ খবর নিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

জুনিয়র ডাক্তারদের অনুপস্থিতিতে কোন কোন জায়গায় পরিষেবা সর্বাধিক ব্যহত হচ্ছে, অস্ত্রপচার, জটিল রোগের চিকিৎসা হচ্ছে কিনা, হাসপাতালগুলিতে সিনিয়র ডাক্তারদের উপস্থিতির হার কেমন মূলত এসব ব্যাপারেই মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ খবর নিয়েছেন বলে জানা গেছে। আরজি কর কাণ্ডের পর রাত্তিরের সাথী প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালের নিরাপত্তা পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে। এর বাস্তবায়নের জন্য শীঘ্রই অর্থের সংস্থান করা হবে বলেও অশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যসচিবের সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করেন স্বাস্থ্য সচিব।

উল্লেখ্য, মহিলা কর্মজীবীদের সুরক্ষায় রাত্তিরের সাথী প্রকল্প ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। যেখানে কর্মস্থলে মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচালয় ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা রাখা হবে। মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য রাতে কর্মস্থলে রাখা হবে বিশেষ মহিলা স্বেচ্ছাসেবক। প্রতিটি কর্মস্থল সিসি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। ২৪ ঘণ্টা ধরে চলবে বিশেষ নজরদারি। মহিলা কর্মীদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বরও চালু হচ্ছে। আপাতত ১০০ ও ১১২ নম্বরে সাহায্য চেয়ে ফোন করতে পারবেন। সেই সঙ্গে হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ঢোকা প্রত্যেকেরই শ্বাস পরীক্ষা করা হবে। অর্থাৎ কেউ মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন কিনা, তা দেখা হবে। মহিলা কর্মীদের যৌন নির্যাতন রুখতে প্রতিটি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ-সহ বিভিন্ন অফিসে বিশাখা কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল-মেডিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন অফিসে মহিলাদের নৈশকালীন ডিউটি বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে মহিলা কর্মীর সঙ্গে তাঁর পরিচিত কিংবা কোনও মহিলা সঙ্গিনীকে ডিউটি দেওয়া হয় তার উপরে বিশেষ জোর দিতে বলা হয়েছে।

এছাড়াও প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, মহিলা হস্টেলে রাত ভর চলবে বিশেষ পুলিশ পেট্রলিং। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এখন থেকে চিকিৎসক-সহ প্রতিটি কর্মীকে গলায় ঝোলাতে হবে সচিত্র পরিচয়পত্র। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা আধিকারিক নিযুক্ত করা হচ্ছে। তাঁরাই পুরো নিরাপত্তা তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।

‘হাসপাতাল দুর্বৃত্তদের জায়গা হয়ে উঠেছে’, মেয়ের পরিণতিতে আক্ষেপ মৃতার বাবা-মা’র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘আগে এত কিছু জানলে মেয়েকে ডাক্তারিই পড়াতেন না। স্বপ্ন দেখতাম না স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে রোগী দেখছেন মেয়ে।’ আন্দোলনকারীদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আক্ষেপের সুর মৃতা চিকিৎসকের বাবা-মার। মেয়েকে হারানোর পর তিন সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। অগস্ট গড়িয়ে সেপ্টেম্বর মাস। কলকাতা তো বটেই, রাজ্য জুড়ে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের বিচারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে নাগরিক সমাজ।

সোমবার মৃতার মা’কে অভিযোগ তুলতে দেখা যায়, ‘হাসপাতাল দুর্বৃত্তদের জায়গা হয়ে উঠেছে। এমন ঘুঘুর বাসা জানলে মেয়েকে ডাক্তারি পড়াতাম না।’ মৃতার বাবা বলেন, ‘সিবিআইয়ের উপর আস্থা রাখা ছাড়া কোনও উপায় নেই।’

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর পেরিয়ে গিয়েছে ২৩ দিন। রোজই পথে নামেছেন সাধারণ মানুষ। আন্দোলন অব্যাহত চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের। বিচারের দাবিতে সোমবার নগরপালের পদত্যাগ দাবি করে ‘লালবাজার অভিযান’-এর ডাক দেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। দুপুর ২টোয় কলেজ স্কোয়্যার থেকে মিছিল করে লালবাজারের উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। তাঁদের ঠেকাতে লোহার ব্যারিকেড ব্যবহারের নিন্দা করেন মৃত চিকিৎসকের বাবা-মা। তাঁদের মন্তব্য, ‘ডাক্তাররা তো আর তরোয়াল নিয়ে আন্দোলন করছেন না! ডাক্তাররা ফুল হাতে নিয়ে আন্দোলন করছেন। তাতে পুলিশের বাধা দেওয়ার কী আছে?’

মৃতার মায়ের সংযোজন, ‘হয়তো লুকোনোর কিছু আছে। তাই...।’ চিকিৎসক তরুণীর ধর্ষণ এবং খুনের বিচারের দাবিতে পথে নামা প্রত্যেক আন্দোলনকারীকেই বারংবার স্বাগত জানিয়েছেন অভয়ার বাবা-মা।

আরজি কর কাণ্ডে এবার হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীকে তলব সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে এবার হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী বা সিকিউরিটি গার্ড পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করল সিবিআই। ঘটনার রাতে সঞ্জয়কে পিনাকী দেখেছিলেন কিনা তা জানতে চাইছে সিবিআই আধিকারিকরা। সঙ্গে এও জানতে চাইছেন, সঞ্জয়কে তিনি কীভাবে চেনেন বা সঞ্জয়কে দেখেছিল কিনা সেমিনার রুমে ঢুকতে বা বেরোতে। ওই রাতে পিনাকী কখন কতক্ষণ ডিউটিতে ছিলেন এই প্রশ্নের উত্তরও খুঁজছেন সিবিআই আধিকারিকেরা। আর এই তথ্যগুলি হাতে পাওয়ার জন্যই সেই রাতের সিকিউরিটি গার্ডকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

৯ অগাস্ট মধ্য রাতে ধর্ষণ ও খুন হন আরজি কর হাসপাতালের যুবতী চিকিৎসক। ঘটনার রাতে আরজি কর হাসপাতালের বয়েজ হস্টেলে পার্টি হয়েছিল বলে জানতে পেরেছেন সিবিআই আধিকারিকরা। সেই পার্টির তদন্তে রবিবারই সিবিআইয়ের বিশেষ দল গিয়েছিল আরজি করের বয়েজ হস্টেলে। ঘটনার রাতে কারা ছিল, বয়েজ হস্টেলের পার্টিতে কেন ঘটনার কথা কিছু শুনতে পেল না তারা বা সঞ্জয়কে কেউ দেখেছে কিনা এমনই বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চান আধিকারিকেরা। বয়েজ হস্টেলে সিবিআই আধিকারিকরা যখন যান তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরজি কর হাসপাতালের সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, রবিবার বিকেলে সিবিআইয়ের আইনি আধিকারিক পরিদর্শন করতে আসেন আরজি করে। ল অফিসার চলে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দ্বিতীয় দল আসে আরজি কর হাসপাতালে। আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের খুন এবং ধর্ষণ নিয়ে নতুন কোনও সূত্র পায় নাকি সিবিআই, সেটাই এখন দেখার।

রাতের শহরে গুলিবিদ্ধ ২ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাতের কলকাতায় বাবুঘাট, বাজেকদম তলায় চলল পরপর ছয় রাউন্ড গুলি। রবিবার রাতের শহরে গুলিবিদ্ধ হন ২ জন। তাঁরা বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন। এর পিছনে আসিফ নামে তপসিয়ার এক প্রোমোটার জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ। আসিফ ও তাঁর ভাই আরিফকে গ্রেফতার করেছে ময়দান থানার পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ জানতে পেরেছে পুলিশ। রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ বাবুঘাট সংলগ্ন এলাকায় অজিত রায়ের কাছ থেকে বালি কিনতে গিয়েছিলেন তপসিয়ার প্রোমোটার আসিফ আলি। আসিফ এলাকায় টিঙ্কু নামে পরিচিত। জানা যাচ্ছে, ৩২ হাজার টাকার বালি ২৮ হাজারে কিনতে চাইছিলেন টিঙ্কু। অজিত তাতে রাজি না হওয়ায় সমস্যার সূত্রপাত। প্রথমে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। অভিযোগ, ঝামেলা চলাকালীন হঠাৎই পকেট থেকে বন্দুক বের করে ছ’রাউন্ড গুলি চালিয়ে দেন টিঙ্কু। গুলির আহত হন বালির মালিক অজিত এবং গাড়ির চালক। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হয়ে গেলে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। আহতদের উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও অভিযুক্তের পরিবারেরও দাবি, বালি কিনতে আহত হয়েছেন আসিফ আলি এবং তাঁর ভাই। এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, অভিযুক্ত নিজেকে পুলিশ বলে দাবি করেন। এমনকি তাঁর গাড়িতে পুলিশ লেখা লগোও রয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বড় মাথাদের সিবিআই গ্রেপ্তার করবে, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার রাজ্য জুড়ে ডিএম এবং মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও অভিযানের ডাক দিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন বেলায় প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে মিছিল করে মহকুমা শাসকের অফিসের কাছে পৌঁছয় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। যদিও মহকুমা শাসকের অফিসের সামনেই পুলিশ ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেয়। সেখানে তাঁরা ৩০ মিনিট বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এদিনের বিক্ষোভে যোগ দিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, আরজি কর কাণ্ডে জড়িত বড় মাথাদের সিবিআই গ্রেপ্তার করবে।’ এদিন তিনি আরও দাবি করেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কিছু কাছের লোকদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবাদীদের ধমকানো হচ্ছে, চমকানো হচ্ছে। কিন্তু ধমকে চমকে লাভ হবে না। অপরাধীরা জেলে যাবেই। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘বাংলার মানুষ নির্যাতিতার বিচার চাইছেন। কিন্তু যিনি অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা তাঁর পদত্যাগ চাইছেন। তাঁর সংযোজন, যারা গণতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভকে ভয় পায়। তাঁরা বেশিদিন শাসনে থাকতে পারে না।’ এদিনের কর্মসূচিতে প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সোমা দাস-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

খুন করা হতে পারে, শীর্ষ আদালতে বিস্ফোরক দাবি আরজি কর মামলার আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মামলার শুনানিতে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যু নিয়ে শীর্ষ আদালতে ইতিমধ্যেই একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ফের এই মামলার শুনানি। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন এক মহিলা আইনজীবী। তাঁর অভিযোগ, আরজি করের ঘটনা নিয়ে মামলা করার জন্য হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। সঙ্গে এও জানান, কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য প্রশাসন সুনির্দিষ্টভাবে টার্গেট করছে তাঁকে। তাঁকে খুন করা হতে পারে বলেও সুপ্রিম কোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে ইতিমধ্যেই মামলা করেছেন আইনজীবী সংযুক্তা সামন্ত। আর এবার সোমবার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে এমনই বিস্ফোরক দাবি করতে দেখা যায় তাঁকে। তাঁকে খুন করা হতে পারে বলেও সুপ্রিম কোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। এর পাশাপাশি এদিন সরাসরিভাবে অভিযোগ তোলেন, কলকাতা হাইকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে। আইনজীবীর দাবি, পাবলিক প্রসিকিউটর অভিযুক্তদের পক্ষেই কাজ করছেন। সোমবার বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের এজলাসে অভিযোগকারী আইনজীবীর তরফে দাবি করা হয়, কলকাতা হাইকোর্টে পাবলিক প্রসিকিউটর তৃণমূল ক্যাডারের মতো কাজ করছেন। পশ্চিমবঙ্গের সিআইডি তথ্য প্রমাণ লোপাটে সহযোগিতা করছে। তৃণমূল শাসিত রাজ্যে মামলা করার জন্যই তাঁকে এই বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

তবে আইনজীবী সংযুক্তা সামন্তের আবেদন খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। যেহেতু মামলাটি হাইকোর্টে বিচারাধীন, তাই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আরজি করে চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনায় একাধিক জনস্বার্থ মামলা হয়েছে, তার মধ্যে একটি মামলা করেন সংযুক্তাও।

কলকাতা মেডিক্যালে প্রাক্তনী সংসদের সদস্যপদ বাতিল তিন চিকিৎসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরে এবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। সেখানের প্রাক্তনী সংসদ থেকেও সদস্যপদ বাতিল করা হল তিন চিকিৎসকের। যাঁরা সকলেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী বিশেষ ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর অতি ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করা হয়েছে।

রবিবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনী সংসদের বার্ষিক সাধারণ সভা ছিল। সেখানে ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখানকার প্রাক্তন ডিন মানব নন্দী, শিক্ষক-চিকিৎসক সুহেনা সরকার ও তপন নস্করের সদস্যপদ বাতিল করা হয়। প্রাক্তনী সংসদের সদস্য-চিকিৎসক সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সম্প্রতি কলকাতা মেডিক্যালের জুনিয়র চিকিৎসকেরা হুমকি ফোনের অভিযোগ তুলেছিলেন। তাতে নাম জড়িয়েছিল সুহেনা-সহ বাকিদেরও। বিষয়টি তদন্ত করে কলকাতা মেডিক্যালের কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকের সিদ্ধান্ত মতো মানবকে ডিন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সুহেনাকেও সমস্ত রকমের প্রশাসনিক ও শিক্ষা বিষয়ক কাজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তিন জনের বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগের বিষয়টি এ দিন প্রাক্তনী সংসদের বৈঠকেও ওঠে। সেখানে তিন জনকে শো-কজ এবং তাঁদের সদস্যপদ বাতিল। এই দুই প্রস্তাব ওঠে। ৭০ শতাংশ ভোট দেন সদস্যপদ বাতিলের পক্ষে। শুক্রবার আর জি করের প্রাক্তনী সংসদ তাদের সদস্যের তালিকা থেকে বিধায়ক-চিকিৎসক সুদীপ্ত রায়কে বরখাস্ত করেছে। এ দিন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে গেলেও প্রাক্তনী সংসদের বৈঠকে নির্মল মাজিকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে সূত্রের খবর।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিবর্তন হবে না, কটাক্ষ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং হাওড়া হাসপাতালে ঘটে যাওয়া নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদে সোমবার হাওড়া জেলা শাসকের দপ্তর অভিযান কর্মসূচি নেয় বিজেপি। ওই কর্মসূচিতে এসে রাজ্যসরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র ভাষাতে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা ও সাংসদ শমিক ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট ভাষাতে বলেন, ‘যতক্ষণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন, এই রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিবর্তন করা যাবে না। কামদুনিতে তো ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তবে মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নিয়ে এমন ভাবে তদন্ত করালেন ফাঁসির আসামিরা জেলের বাইরে চলে এলো। রাজ্যের সমস্ত সমাজবিরোধী অপরাধী মনস্ক মানুষেরা মনে করছেন সরকারটা তাদের সরকার, পুলিশ তাদের কিছু করতে পারবে না। দুষ্কৃতীরা মনে করছেন পুলিশ তাদের কিছু করতে পারবে না। পুলিশকে টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। পুলিশ আক্রান্ত হচ্ছে পুলিশের পরিবারকে ভয় দেখানো হচ্ছে।’ বাড়ির দরজায় মা-বোনের বিকৃত ছবি লাগানো হবে অশোকনগরের তৃণমূল নেতার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, ‘যিনি এ কাজ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচি মেনেই করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচি বিচার ব্যবস্থা কে আক্রমণ করা, সংবাদ মাধ্যমকে আক্রমণ করা, বিরোধী সমস্ত কণ্ঠস্বরকে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া।’

সোমবার জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিছিল করে গিয়ে হাওড়া ময়দানের কাছে জমায়েত হন বিজেপি কর্মীরা। সেখান থেকে ডি এম অফিসের দিকে যেতে গেলে হাওড়া কর্পোরেশনের সামনে পুলিশের পক্ষ থেকে করে রাখা ব্যারিকেডে আটকে যায় মিছিল। ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলেও মজবুত ব্যারিকেড ভাঙা সম্ভব হয়নি। ব্যারিকেডের সামনে চলে স্লোগান। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ শমিক ভট্টাচার্য। আরজি কর কাণ্ডের পর থেকে যেভাবে আন্দোলন প্রতিবাদ হচ্ছে রাজনৈতিক দলের হাতে আর নেই।

কাঞ্চনের বেফাঁস মন্তব্যে নিন্দার ঝড় সর্বস্তরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবারও একবার বিতর্কের শিরোনামে কাঞ্চন মল্লিক। আরজি কর-কাণ্ডে রাজ্য জুড়ে চলা প্রতিবাদের আবহে কাঞ্চন হঠাৎ-ই প্রশ্ন করে বসেন, ‘যাঁরা কর্মবিরতিতে অংশ নিচ্ছেন, তাঁরা সরকারি বেতন নিচ্ছেন তো?’ খানিকটা কৌতুকের ঢঙেই এই প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেতা তথা তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন। তাঁর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে একে একে মুখ খুলছেন তাঁরই বন্ধু-সহকর্মীরা। প্রতিবাদ জানাচ্ছে টলিপাড়াও। তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে চিকিৎসক মহলে।

কাঞ্চন হঠাৎ-ই জানতে চান, ‘যাঁরা কর্মবিরতি করছেন শাসকদলের বিরুদ্ধে। ভাল। তাঁরা সরকারি বেতন নিচ্ছেন তো, নাকি নিচ্ছেন না? এটা আমার প্রশ্ন। বোনাস নেবেন তো? না নেবেন না?’ এর পাশাপাশি সরকারি পুরস্কার গ্রহণ করবেন কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। যে চিকিৎসকরা প্রায় এক মাস ধরে বিচার আর নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন করছেন, তাঁদের উদ্দেশে কাঞ্চন বলেন, ‘এমন কোনও কাজ আপনাদের করা উচিত নয় যে ডাক্তার ভগবান বলতে দু’বার ভাবেন।’

এরপর অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি কাঞ্চন মল্লিকের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন। সহকর্মী তথা বন্ধু কাঞ্চনকে তিনি লিখেছেন, ‘অনুপ্রেরণার জেরে চোখ, কান, মাথা, মনুষ্যত্ব, বুদ্ধি-বিবেচনা, সব ঢুকিয়ে রেখে চাবিটা হারিয়ে ফেলেছিস। খুঁজে পেলে খবর দিস।’ সুদীপ্তা এও বলেন, ‘অনেকদিন ধরে একসঙ্গে অভিনয় করেছি। ওকে আমার জীবন থেকে ত্যাগ করলাম। শুভবুদ্ধি ফিরে পাক। চাবিটা খুঁজে পেলে আবার যোগাযোগ করব।’

সোশ্যাল মিডিয়ায় কাঞ্চনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন আর এক অভিনেত্রী বিদিপ্তা চক্রবর্তী। কাঞ্চনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন চিকিৎসকেরাও। যে জুনিয়র ডাক্তাররা প্রতিবাদ করছেন, তাঁরা বলছেন, ‘আমরা বেতন পাই না। যেটা পাই, সেটা হল স্টাইপেন্ড। নিট পিজি-র মতো কঠিন পরীক্ষায় পাশ করে এই জায়গায় এসেছি। তাই স্টাইপেন্ড পাই। তাই বলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তো রুখে দাঁড়াবই।’ মুখ খুলেছেন সিনিয়র চিকিৎসকেরাও। চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, ‘আমরা পাবলিক সার্ভেন্ট। আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী নই। উনি প্রশ্ন করেছেন করুন। সে তো মুখ্যমন্ত্রীকেও প্রশ্ন করতে পারেন।’ এরই পাশাপাশি আর এক চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘দুর্নীতির টাকা কোথায় আসে, সেটা আমরা জানি। বিধায়কের জেনে রাখা দরকার, অর্থের ভাগ বাটোয়ারার হিসেব আমরা সিবিআই-এর হাতে তুলে দিয়ে এসেছি।’

এজেসি বোস রোড ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাতসকালে এজেসি বোস রোড ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনা। মুখোমুখি সংঘর্ষ দুটি গাড়ির। দুর্ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন। এদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সরানো হয় দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়িদুটিকেও।

জানা গিয়েছে, এজেসি বোস ফ্লাইওভার ধরে পিটিএস থেকে সেক্টর ফাইভের দিকে আসছিল টাটা সুমো। গাড়িতে ছিলেন তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার ৯-১০ জন কর্মী। হঠাৎই উল্টোদিক থেকে চলে আসে একটি টাটা নেক্সন গাড়ি। দ্রুতগতিতে এসে ধাক্কা মারে গাড়িটি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়িরই গতি বেশি ছিল। সংঘর্ষ এত জোরে হয় যে দুটি গাড়িরই সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছোট গাড়িটি। ছোট গাড়িটির সামনের সিটে এয়ারব্যাগও বেরিয়ে আসে। এর থেকে স্পষ্ট, সংঘর্ষের অভিঘাত অনেকটাই বেশি ছিল। এই ঘটনায় তথ্য প্রযুক্তির সংস্থার কর্মীরা যেমন আহত হয়েছেন, তেমন উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ির চালক ও যাত্রীও আহত হয়েছেন। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর বলেই জানা গিয়েছে।

আইটি সংস্থার গাড়ির চালকের দাবি, নেক্সন গাড়িটি ভুল দিক থেকে আসছিল। পার্ক সার্কাসের দিক থেকে ফ্লাইওভারে ওঠে গাড়িটি। ভুল লেনে ঢুকে সজোরে এসে ধাক্কা মারে টাটা সুমোয়। চালকের দাবি, উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। গোটা ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সরানো হয় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকেও।

সম্পাদকীয়

আবর্তন ও পুনরাবর্তনে সময় কাটছে, একঘেয়েমি কাটছে না

জীবনযন্ত্রণার চটজলদি উপশম মানুষের এখনও করায়ত্ত নয়, তবে দ্বিতীয়টির দাওয়াই হিসাবে সে একুশ শতকে বরণ করেছে সমাজমাধ্যমকে। এতটাই যে, রাস্তাঘাটে বাসে-ট্রামে চলতে গিয়ে সহযাত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার ফুরসতটুকুও সে সঁপে দিয়েছে স্মার্টফোনকে, সমাজমাধ্যমে অবিরল ‘রিল’ বা ‘শর্টস’ ভিডিয়ো-ধারায়। এই সব ভিডিয়োর উপজীব্য হাস্যকরই হোক কি গুরুতর, তাতে প্ররোচনা বা প্রণোদনা যা-ই লুকিয়ে থাকুক, বিপুলসংখ্যক মানুষ অবসরে বা কাজের মাঝেই সমাজমাধ্যমে একের পর এক ভিডিয়ো দেখে চলেন। কেন এগুলি দেখা প্রয়োজন, জিজ্ঞাসা করলে নানাবিধ উত্তর আসে ভাল লাগে তাই দেখি; সময় তো কাটাতে হবে; নয়তো কী করব; ইত্যাদি। বই সকলের প্রিয় নয়, শিল্পচর্চা সকলকে টানে না, এমনকি খেলা বা সিনেমাও আজ অবধারিত বিনোদনের মুকুটটি খুইয়েছে। অথচ প্রতিটি মানুষের মনের গভীরে আছে একঘেয়েমির ভয় যা তাকে ক্রমাগত বলে চলে জীবনে বৈচিত্র নিয়ে আসার কথা, নইলে এই সময় ও এই জীবন তাকে গ্রাস করবে অতল বিষাদে। সেই জন্যই ফোনের ওই ছোট্ট স্ক্রিনটি হয়ে উঠেছে মুশকিল আসান, আঙুলের ক্রমাগত সঞ্চরণে অন্য জীবনে, অন্য ও ভিন্ন এক বাস্তবতায় ঢোকা বা বেরোনো যায় অনায়াসে। কিন্তু যার জন্য এত কিছু, সেই একঘেয়েমি কি সত্যিই কাটে ছোট-বড় এই ভিডিয়োগুলি দেখে? সমাজমাধ্যমের অতিব্যবহার, মানবমন ও মনোযোগ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা চলছে অনেক দিনই। এ বার কানাডার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা জানাল, সমাজমাধ্যমে যাঁরা মুহুর্মুহু এক ভিডিয়ো থেকে অন্য ভিডিয়োয় সরে সরে যান, কিংবা একটি ভিডিয়ো দেখার সময়ও তাকে আঙুল দিয়ে আগে-পিছে টেনে আকর্ষক জায়গাটি খুঁজে চলেন, তাঁদের একঘেয়েমি তো কাটেই না, বরং বেড়ে যায়। গবেষক-দল নানা সমীক্ষার মাধ্যমে, ভিডিয়ো-‘দর্শক’দের বয়স, রিলের সময়সীমা ইত্যাদির তারতম্য ঘটিয়ে দেখেছেন; যে একঘেয়েমি থেকে বাঁচতে এত কিছু, তা বেড়ে চলে দর্শক একটি তথাকথিত দীর্ঘ ভিডিয়োর মধ্যে সময়রেখা আগুপিছু করে সারবস্তু খুঁজে চলার সময়, ক্রমাগত ‘সোয়াইপ’ করে অন্য একাধিক ভিডিয়োয় সরে যাওয়ার সময়ও। কারও কাছে একটি ভিডিয়ো দেখতে গিয়ে একঘেয়ে লাগছে বলে তিনি অন্য ভিডিয়োয় সরে যাচ্ছেন, সেখানেও সুখ হচ্ছে না বলে অন্য একটিতে, এ ভাবেই আরও। এই আবর্তন ও পুনরাবর্তনে সময় কাটছে, একঘেয়েমি কাটছে না।

শব্দবাণ-৩৩

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. নামাজ পড়ার জন্য ডাক ৩. অসাড় ৫. কথা, বাক্য ৬. ঢেউ ৭. আয়না, দর্পণ ৯. সওয়াল করলে দেবেন ১১. হামাগুড়ি ১২. চোট, ধাক্কা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বৃত্তি ২. চোখ, চক্ষু ৩. অশুভ সময় ৪. — থেকে দূরে ৭. বলদের পিঠে মালবহনকারী মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ ৮. উদ্ধার ৯. অতি বৃদ্ধ ১০. অব্দ, সন।

সমাধান: শব্দবাণ-৩২

পাশাপাশি: ২. নিরেটমূর্খ ৩. মামদোবাজি ৬. রেখাগণিত ৭. আনারকলি।

উপর-নীচ: ১. অজ্ঞাতসারে ২. নিয়মানুগ ৪. দোয়াতকালি ৫. জিজ্ঞাসাবাদ।

জন্মদিন

আজকের দিন

উত্তমকুমার

১৯২৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমারের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ স্বপন দাশগুপ্তের জন্মদিন।*
১৯৭৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিবেক ওবেরয়ের জন্মদিন।*

ইউটিউবে বাংলা সংবাদচর্চা

অশোক সেনগুপ্ত

খবরের দুনিয়া শূন্য থাকে না। নদীর একূল, ওকূল ভাঙার মতোই খবরের দুনিয়ার ঘরানাও বদলাচ্ছে। কোথাও ক্ষয়, কোথাও উন্মেষ। কোথাও লয়, কোথাও সৃষ্টি। সংবাদপত্র-সাময়িকীর প্রচারে ক্ষয় ধরেছে আগেই। আগের তুলনায় কমছে টিভি চ্যানেলের দর্শকও। কিন্তু তৈরি হয়েছে ইউটিউব সংবাদের একটা জগৎ। ক্রমেই বাড়ছে সেটি।

ইউটিউবে কেউ ফুড ব্লগার, কারও লক্ষ্য জীবনশৈলি। কেউ বিষয় হিসাবে ঐতিহ্যভবন, কেউ শিক্ষা, কেউ বিজ্ঞান, কেউ ভ্রমণ, কেউ খেলা নিয়ে থাকেন। আমার এই আলোচনার মূল লক্ষ্য ইউটিউবে বাংলা সংবাদ-পর্যালোচনা। তবে, সেই কথায় আসার আগে আগ্রহীদের কাছে এই জগৎ সম্পর্কে কিছু তথ্য পেশ করছি।

প্রথম ইউটিউব ভিডিও আপলোড করা হয়েছিল ২০০৫-এর ২৩ এপ্রিল। ইউটিউব আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে চালু হয় ২০০৬-এর ১৫ ডিসেম্বর। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকায় একবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষের দিকে দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। আমেরিকান ইউটিউব ব্যক্তিত্ব ঞ্চস্কত্রখস্ঠ হল ইউটিউবে সবচেয়ে বেশি সাবস্ক্রাইব করা চ্যানেল, ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৩১২ মিলিয়ন গ্রাহক।

ভারতের সবচেয়ে আলোচিত ইউটিউবার হলেন ধ্রুব রাঠী। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী জন্ম ৮ই অক্টোবর ১৯৯৪। সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবেশিক নানান বিষয় নিয়ে তৈরি তাঁর ইউটিউব ভিডিওর জন্য সুপরিচিত। ২০২৪ সালের জুন নাগাদ তাঁর সব চ্যানেল মিলিয়ে মোট ২৮.০৭ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার এবং ৪.৮৬ বিলিয়ন ভিউ রয়েছে। হরিয়ানায় প্রাথমিক শিক্ষার পর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি* জার্মানিতে* যান।* কার্লসরুয়ে প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট* থেকে* যন্ত্র প্রকৌশলে স্নাতক ও একই প্রতিষ্ঠান থেকে*নবায়নযোগ্য শক্তিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান। তিনি ২০১৩ সালে ভ্রমণের ভিডিও আপলোড করতে শুরু করেন কিন্তু ২০১৩ সালের শেষের দিকে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে বদলাতে আরম্ভ করেন। ২০২৩ সালে তিনি* টাইম ম্যাগাজিনের* ‘নেক্সট জেনারেশন লিডার্স’* তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন।

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ইউটিউবারদের মধ্যে আছেন কিরণ দত্ত। কিরণ ২০১৫ সালে ইউটিউবে যোগ দেন, ‘দ্য বং গাই’ নামে তাঁর চ্যানেল তৈরি করেন। ৩.৬ মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহক রয়েছে তাঁর Axe– Gillette, Oyo Rooms এবং Tinder-এর মতো স্থানীয় প্রভাবশালী নানা ব্র্যান্ডের সাথে সহযোগিতা করেছেন তিনিই একমাত্র বাঙালি ইউটিউবার যিনি বাংলা ইন্টারনেট স্ট্রিমিং পরিষেবা ‘হইচই’ প্রচার করছেন। কেকেআর ভক্তদের তাঁর চ্যানেলে পেতে, তিনি এমনকি কলকাতা নাইট রাইডার্স আইপিএল স্কোয়াড এবং অন্যান্য বিখ্যাতদের সাথে কাজ করেছেন। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ইন্দ্রাণী বিশ্বাস ও প্রিয়ম ঘোষ।

সংবাদ-চ্যানেলের ইউটিউবারদের কথায় যাওয়ার আগে বিখ্যাত ইক্যুইটি বিশ্লেষক এবং ‘হাউ টু এভয়েড লস অ্যান্ড আর্ন কনসিসটেন্টলি ইন দ্য স্টক মার্কেট’ বইটির সর্বাধিক বিক্রিত লেখক প্রসেনজিৎ পালের বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের কথা একটু উল্লেখ করি। সহজে বোঝা যায় এবং সহজ ভাষায় শেয়ার বাজার, মিউচুয়াল ফান্ড এবং ফিনান্স সম্পর্কিত ভিডিওগুলিকে কেন্দ্র করে এটি সর্বোচ্চ স্বীকৃত।

একাধিক মাল্টিব্যাগার স্টক খুঁজে বের করার সফল ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে প্রসেনজিতের। তিনি ২০১০ সাল থেকে সক্রিয়ভাবে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করছেন এবং ২৮ বছর বয়সে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করেছেন।

কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলা ইউটিউব সংবাদ চ্যানেলের সাবসক্রাইবারের সংখ্যার হিসাবে (২৭-২৯ আগস্ট, ‘২৪) কয়েকটি বহুল প্রচারিত হলো;

১) আরামবাগ টিভি	(১২ লক্ষ ৬০ হাজার)
২) হঠাৎ যদি উঠল কথা	(১১ লক্ষ)
৩) বাংলার বার্তা	(৮ লক্ষ ৪ হাজার)
৪) দি নিউজ	(৭ লক্ষ ১৭ হাজার)
৫) বঙ্গ টিভি	(৬ লক্ষ ৬৭ হাজার)।
৬) প্রিয়বন্ধু মিডিয়া	(৬ লক্ষ ৬ হাজার)
৭) সঙ্গে অদ্বিতীয়া	(৪ লক্ষ ৯৫ হাজার)
৮) বাংলার মন	(২ লক্ষ ৬২ হাজার)
৯) যুক্তি তর্ক সঙ্গে অর্ক	(২ লক্ষ ৪০ হাজার)
১০) বাংলাস্ফেয়ার	(১ লক্ষ ৩ হাজার)
১১) সুব্রত বসু জার্নালিস্ট	(৫২ হাজার ৫০০)
১২) ফোর্থ পিলার, উই দি পিপল’	(২৮,৩০০)

এই তালিকার বাইরেও কিছু ইউটিউব সংবাদ চ্যানেল আছে। সব মিলিয়ে দেখছি সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ৬০ লক্ষের কাছাকাছি। মোট দর্শক বহুগুণ বেশি। বাংলা দৈনিক, টিভি চ্যানেল, বেতার; বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের মধ্যে সম্ভবত এটিই এখন সবচেয়ে এগিয়ে। তালিকার প্রথমটি শফিকুল ইসলামের। তাঁর ‘আরামবাগ টিভি’-র ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৬-র ১৫ জুন। ৩০/৮/২৪-এ দর্শকসংখ্যা ৯৯,৭০,৩৯,০১৬।

তাঁকে বেশ ক’বার ফোন এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগের চেষ্টা করে দু’মিনিট কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। ২৯/৮-এ তিনি জানান, ২০১৬ থেকে কেবল চ্যানেলে তিনি আলোচনা-অনুষ্ঠান শুরু করেন। ২০২০-তে তাঁদের পুলিশ গ্রেফতার করে। তাঁকে ৫০ দিনের ওপর, এবং স্ত্রী-কে ৪৫ দিন বন্দী থাকতে হয়। জিনিসপত্র সব তছনছ করে দেওয়া হয়। পরে নতুন করে শুরু করেন অনুষ্ঠান।

পৌলমী নাগের সাবলীল বিশ্লেষণ ও বাচনভঙ্গী অনেকের পছন্দের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিভাগের প্রাক্তনী। কাজের খোঁজে বেশ কিছুকাল ঘুরে পছন্দের সাড়া না পেয়ে ২০১৮-তে নিজেই ইউটিউব সংবাদ চ্যানেল খোলেন। সকালই যেন দেখিয়ে দিয়েছিল দিনের মাধুর্য। তাঁর কৃতকর্মে লড়াইয়ের মানসিকতা দেখে জনপ্রিয় ‘জোশ টক’ তাঁকে ভাবনার কথা দর্শকদের জানানোর আমন্ত্রণ জানায়। অভিজ্ঞতা এবং গাত্রবর্ণের প্রতিকূলতায় কীভাবে বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, সেই কাহিনী শোনান। তাঁর তথ্য জানাচ্ছে, ইউটিউবে যোগ দেওয়ার তারিখ ২০১৮-র ১ এপ্রিল। ২৯/৮-এ মোট দর্শক ২৭,৯৪,৫৫,৫৭৫।

কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলা সংবাদ ইউটিউবারদের মধ্যে আর এক উল্লেখযোগ্য সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। আগে কংগ্রেস করতেন। এর পর বিজেপি। কিন্তু নিজেই দল ছেড়ে দেন। তাঁর ‘বাংলার বার্তা’-র পাশাপাশি ফেসবুকে পরিবেশিত খবরের দর্শক/পাঠক প্রচুর। প্রাতিষ্ঠানিক পেশাদার সাংবাদিক ছিলেন না। কিন্তু অনেক পেশাদার সাংবাদিকের চেয়ে সন্ময়ের খবর সংগ্রহের সূত্র যথেষ্ঠ বেশি এবং নির্ভরযোগ্য। লাগাতার রাজ্যের শাসকশ্রেনীর নানা দুর্নীতির অভিযোগ প্রচারের জন্য প্রবল রাষ্ট্রীয় ‘অত্যাচার’ সইতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু দমে যাননি। তাঁর অপর সংবাদ ইউটিউব ‘বাংলার মন’-এর ঘোষণায় ইউটিউবে যোগ দেওয়ার তারিখ ২০২০-র ২৬ মার্চ।

‘বঙ্গ টিভি’-র ঘোষিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে ইউটিউবে যোগ দেওয়ার তারিখ ২০২২-এর ৮ জুলাই। ২৯/৮-এ মোট দর্শক ৩০,০২,২১,৭৩১।

আমার দেওয়া তালিকায় আছে ‘প্রিয়বন্ধু মিডিয়া’। এই মিডিয়ার আত্মপ্রকাশ ২০১৭-এর ৫ জুন। প্রথম এক বছরেই ফলোয়ার সওয়া এক লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটারেও দর্শক বাড়তে থাকায় ইউটিউবে চ্যানেল খোলা হয়।

‘সঙ্গে অদ্বিতীয়া’-র যান্ত্রিক ঘোষণায় দেখা যাচ্ছে, তাদের ইউটিউবে যোগদান ২০২১-এর ২৫ জুন। সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার। ২৯/৮/২৪-এ দর্শকসংখ্যা ১১ কোটি ৪০ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। মোট ‘ওয়াচ আওয়ার’ ৪ লক্ষ ৫৪ হাজারের ওপর।

মানব গুহর ‘দি নিউজ’-কেও প্রবল রাজরোষের মুখে পড়তে হয়। তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের পুলিশ দাঙায় ইন্ধন যোগানোর অভিযোগ এনে গ্রেফতার করে। বেশ ক’দিন অন্তরীন থাকতে হয়। হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা দিয়ে জবাব পাইনি মানবের। ওর তথ্য জানাচ্ছে, ইউটিউবে যোগ দেওয়ার তারিখ ২০১৮-র ২৮ সেপ্টেম্বর। ২৯/৮-এ মোট দর্শক ২৮,৭২,২২,০৮৫। সাংবাদিক অর্কপ্রভ সরকারের যাত্রা পথের আনন্দ গানের সূচনা হয় ১২ জুলাই ২০২১। ২৯/৮-এ তাঁর ‘যুক্তি তর্ক সঙ্গে অর্ক’ ইউটিউব চ্যানেলের মোট দর্শক ৭,৬৬,০২,৮৩৭। সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা দু লক্ষ ৪০ হাজার। তিনি জানান, সপ্তাহে মোট ২৪ থেকে ২৫ টি ভিডিও আপলোড হয়।

শুভাশিসের ‘বাংলার খবর’-এর তথ্য অনুযায়ী ইউটিউবে যোগ দেওয়ার তারিখ ২০২১-এর ২৭ জুন। ২৯/৮/২৪-এ সম্মিলিত দর্শকসংখ্যা ৪ কোটি ১৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯০৪।

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট ও প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী সুমন চট্টোপাধ্যায়ের সাংবাদিকতার হাতেখড়ি ‘আজকাল’ পত্রিকায়। অচিরেই চলে আসেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। পরে একাধিক বিভিন্ন গুরুত্বের দায়িত্ব সামলিয়েছেন। অবসরের বেশ কিছুকাল পরে ইউটিউবার-এর ভূমিকায়। চালু করেছেন ‘বাংলাস্ফেয়ার’।

সাবস্ক্রাইবার এক লক্ষ অতিক্রম করার পর সম্ভবত ২৭-৮-২৪-এ বিশেষ অনুষ্ঠান করেন। তাতে জানিয়েছেন, গুরুগম্ভীর বা আপাত-জটিল কোনও বিষয় নিয়ে বললে শ্রোতা সহজে মেলে না। কিন্তু রাজ্যের শাসকশ্রেনী সম্পর্কে প্রামান্য কথা শুনতে আগ্রহীর অভাব হয় না।

প্রেসিডেন্সি ও আনন্দবাজার পত্রিকার আর এক মেধাবী প্রাক্তনী সুদীপ্ত সেনগুপ্ত। পত্রিকা ছেড়ে গিয়েছিলেন ‘খাস খবর’-এ। বেশ কিছুকাল ধরে ‘ফোর্থ পিলার, উই দি পিপল’-এর এডিটর ইন চিফ। ‘২৪-এর ২৮ আগস্ট এর সাবস্ক্রাইবার ২৮,৩০০। তিনি জানান, ‘২০১৯-এর ডিসেম্বর নাগাদ তিনি সংবাদ-ইউটিউব শুরু করেন। প্রথমে অনিয়মিত, ‘২০-র মাঝপর্ব থেকে নিয়মিত। প্রতি সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। কমবেশি ৫০ মিনিটের। মানে ১ ঘন্টার অনুষ্ঠানও হয়।’ আয়ের মুখ কতটা দেখার সুযোগ পাচ্ছেন? সুদীপ্ত জানান, ‘প্রথমদিকে নিজেই খরচ করতাম। এখন সেভাবে আয় না হলেও খরচটা উঠে যায়। ‘ক্রাউড ফান্ডিং’ আর ইউটিউবের বরাদ্দ টাকায় চলে যায়।’

অন্য ইউটিউব নিউজ চ্যানেল দেখে কি নিজের পরিবেশনার মান যাচাইয়ের অবকাশ হয়? সুদীপ্তর জবাব, ‘না। কোনও প্রয়োজন বোধ করি না। ইউটিউবার হিসাবে সমাজ বদলে দেওয়ার কোনও বাসনা নেই। নিজের সাংবাদিকসত্তার তাড়নায় যেটুকু করার করি। বাংলাগুলো দেখি না। ধ্রুব রাঠির পরিবেশনা দেখি। আর সময় থাকলে ‘সত্য হিন্দি’, ‘অজিত অঞ্জুম’। সেগুলোর তুলনায় কখনও কি নিজের ইউটিউব চ্যানেলের খামতি অনুভব করো? ‘ফোর্থ পিলার, উই দি পিপল’-এর এডিটর ইন চিফ জানান, ‘পরিকাঠামো এবং কলেবরের পার্থক্য তো আছেই। বড় চ্যানেলে আলোচনার সঙ্গে গ্রাফিক্স বা আকর্ষণীয় কিছু দেওয়া হয়। যেটা আমার সম্ভব হয় না।’

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তনীর ‘সুব্রত বসু জার্নালিস্ট’ ইউটিউব পরিবেশনা অনেকেরই পছন্দ। সুব্রত ব্যবহারের জন্য জনপ্রিয়। তাঁর কথায়, ‘আমার ইউটিউব দশ বছর আগের। আমি চ্যানেল খোলার সময় ওটার নামটা বদলে নিই। নতুন করে আর অ্যাকাউন্ট করতে হয়নি। আমি খুব সিরিয়াসলি ইউটিউবে কাজ শুরু করেছি ‘২৪ সালের জানুয়ারি থেকে। এর আগে ফেসবুকে কিছু ভিডিয়ো ও লেখালেখি করতাম। পরে সেটা নানা কারণে রেস্ট্রিকটেড হয়ে যাওয়ায় ইউটিউবে সরে আসি। এখন আমার সাবস্ক্রাইবার ৫১, ৪০০ মতো। আর, ‘ভিউ’ বললে তো অনেকটা বলতে হয়। সব মিলিয়ে ইউটিউব এখন ভিউ দেখাচ্ছে 5.6 Million।’

সুব্রত জানান, ‘আমার অনুষ্ঠানের দু রকম ভাগ আছে। আমি নিজে যেটা বলি সেটা ১২ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে হয়। অনলাইন পডকাস্ট করি ‘খোলা আড্ডা’ নাম দিয়ে। সেটা আধঘন্টার। অর্থাগম খুব একটা নেই আপাতত। পকেটের পয়সা খরচ করেই এখন করে থাকি। তবে এ কাজে আমার নিজের শ্রম ছাড়া বিশেষ বিনিয়োগ করতে হয় না। মোবাইল, ল্যাপটপ কিছু আলো ও একটি কম দামের মাইক্রোফোন হলেই কাজ চলে যায়।’

আনন্দবাজার পত্রিকায় দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করেছেন দেবদূত ঘোষঠাকুর। প্রায় দু’দশক ছিলেন পত্রিকার চিফ রিপোর্টার। অবসরের পর কিছুকাল তদারকির দায়িত্বে ছিলেন। কিছুকাল হলো তিনিও ইউটিউবার-এর ভূমিকায়। ‘ঘোষঠাকুরের ঝুলি’-র লিখিত তথ্যে আছে, ইউটিউবে যোগদান ২০১৬-র ৪ ডিসেম্বর। যদিও চ্যানেল শুরু অনেকটা হালে। ৩০/৮-এ সাবস্ক্রাইবার ২৮৮। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, ‘সাবস্ক্রাইবার কত হল তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার মাথায় যেগুলি আসে সেগুলি প্রকাশ করার জন্য চ্যানেলটি করেছি। সবাই যেগুলো হাইলাইটস করতে চায় আমি তার একটু উল্টোপথে হাঁটতে চাই। অফ বিট অথচ সব বয়সের মানুষ উপভোগ করবেন, সেই উদ্দেশ্যে করা। আমি তো বরাবরই নিজের মতোই চলি। সপ্তাহে আপাতত দু’দিন করি। বৃহস্পতিবার ও রবিবার। এই ভাবেই চলছি। ভালো লাগছে।’

টিভি চ্যানেলগুলিও ইউটিউবার। ‘ইন্ডিয়া টুডে’ গোষ্ঠীর জনপ্রিয় হিন্দি নিউজ চ্যানেল ‘আজ তক’ ২০০০ সাল থেকে সংবাদ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। ২০১০-এ প্রথম তার ইউটিউব চ্যানেল চালু হয়। ’২৩-এর ২৭ জানুয়ারি আজ তক ইউটিউবে ৫০ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার অতিক্রম করে বিশ্বের প্রথম নিউজ চ্যানেল হয়ে ওঠে।

’২৪-এর ৮ মে ইউটিউবে ১০ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার ছাড়িয়ে প্রথম বাংলা নিউজ চ্যানেল হয়ে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক ছোঁয় এবিপি আনন্দ এ ছাড়াও ডিজিটাল স্পেসে তাদের আধিপত্য দেখিয়েছে নিউজ ১৮ বাংলা ৮.২২ মিলিয়ন গ্রাহকের সাথে, Zee ২৪ঘন্টা ৫.৩৮ মিলিয়ন গ্রাহকের সাথে, রিপাবলিক বাংলা ৩.২২ মিলিয়ন গ্রাহকের সাথে এবং টিভিনাইন বাংলা ৩.০৮ মিলিয়ন গ্রাহকের সাথে অনুসরণ করে।

বাংলাদেশের ইউটিউবারদের নানারকম সহায়তা দেয় ‘ভিডআইকিউ’। ২৯ আগস্ট তাদের এক সমীক্ষায় দেখছি সেদেশের যমুনা ইউটিউব চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ২২.৮ মিলিয়ন। শেষ ৩০ দিনে বেড়েছে + ২০.৬৩ শতাংশ। ভিডিয়ো ভিউ ১৮.৪১ বিলিয়ন। শেষ ৩০ দিনে বেড়েছে + ১২.৮৫ শতাংশ। রয়েছে চ্যানেল টোয়েন্টিফোর, একাত্তরের টিভি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন প্রভৃতি।

(লেখক চার দশকের ওপর দেশে-বিদেশে বড় প্রতিষ্ঠানের হয়ে সাংবাদিকতা করছেন। দেখেছেন সংবাদের ঘরানার চরিত্রবদল। ইউটিউবে সংবাদচর্চা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, বোঝার চেষ্টা করলেন সেটি)

আনন্দকথা

“কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয় — শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশমাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়। (হাস্য) তুমি যে-সব কর্ম করছ এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তঁকে লাভ করতে পারবে। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই করছেন; যিনি চন্দ্র-সূর্য করেছেন, যিনি মা-বাপের স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু-ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে-লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে।”

(নিষ্কামকর্মের উদ্দেশ্য — ঈশ্বরদর্শন)

“অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থের বউ-এর ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে; *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গঙ্গার ভাঙন ও বাঁধের কাজ সম্পর্কিত প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিল না ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার কালিয়াচক ৩ ব্লকে গঙ্গার ভাঙন ঠেকানো এবং বাঁধের কাজের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিল না ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। যার ফলে কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। এমনকী ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের পদস্থ কর্তাদের যাতে মালদা শহরে না আসতে হয়, তার জন্য সোমবার দুপুরে ব্যারেজ থেকে সামান্য দূরে কালিয়াচক ৩ ব্লক অফিসেই এই প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন জেলাশাসক। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও জেলা প্রশাসনের বৈঠকে উপস্থিত হয়নি ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ার এবং কোনও অফিসারেরা। স্বাভাবিক কারণেই ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে জেলা প্রশাসনের

কর্তারা। পাশাপাশি কালিয়াচক ৩ ব্লকের অধীনস্থ বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল দলের বিধায়ক চন্দনা সরকারও কেন্দ্রের অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট এই সংস্থার বিরুদ্ধেও একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

বৈষ্ণবনগরের তৃণমূল বিধায়ক চন্দনা সরকারের অভিযোগ, ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে আজকে কালিয়াচক ৩ ব্লক জুড়ে গঙ্গা নদীর ভাঙন চরম আকার নিয়েছে। রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসে যৌথভাবে ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আলোচনার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবুও ওদের কোনও হেলদোল নেই। কেন ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ কালিয়াচক ৩ ব্লকে বিস্তীর্ণ এলাকায় গঙ্গা ভাঙনের কাজ করছে না, সেটাও পরিষ্কারভাবে জানায়নি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আলোচনা করার আয়োজন করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে আগেই ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদিন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপস্থিত হননি। শুধু ভাঙন প্রতিরোধ নয়, কালিয়াচক ৩ ব্লকের গঙ্গা নদীর যে ফেরিঘাটগুলি রয়েছে, সেগুলি নিয়ে পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রায় দেড় কিলোমিটার বাঁধের কাজ করা নিয়েও এই বৈঠকের করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রের অধীনস্থ ওই সংস্থার অনুপস্থিতিতেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে আলোচনা করা যায়নি। ব্লক প্রশাসনের অফিসারদের উপস্থিতিতেই যতটুকু আলোচনা হয়েছে। পুরো বিষয়টি রাজ্য প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যদি এপ্রসঙ্গে ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার আরডি দেশপান্ডে কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি। তবে ফারাক্কা ব্যারেজের এক ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তারা ধাপে ধাপে মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলিতে বাঁধ সংস্কার ও মেরামতির কাজ করছে।

কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে তারাপীঠে বিশেষ পুজো অর্চনা।

ডায়মন্ড হারবার শহরে এই প্রথমবার অনুষ্ঠিত হল শ্রুতিনাটক উৎসব। সম্প্রতি শহরের একটি প্রেক্ষাগৃহে এই উৎসবের আয়োজন করে শ্রুতি আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক চর্চা কেন্দ্র। একদিনের এই উৎসবে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলির সাতটি নাট্যদল অংশ নিয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি ও নাট্য ব্যক্তিত্ব সৌমিত বসু, মৌসুমী মিত্র, আয়োজক সংস্থার কর্ণধার শুক্লা পাল চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি ডা. হিমাদ্রি পাল প্রমুখ।

ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যায় হুগলির উত্তরপাড়ার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে গণভবনের পাশে তারা মায়ের পুজো উপস্থিত পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, ডলি ঘোষ যাদব, সিআইসি সুব্রত মুখার্জি, সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। ছবি বনস্পতি দে

সোমবার শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে শ্যামপুর থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একটি সাইবার পাঠশালা। সাইবার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অপরাধ এবং তা থেকে রেহাই পাওয়ার বিষয়ে সচেতন করলেন পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি সাইবার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা কথা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে শুনলেন তারা। অভিনব এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে শ্যামপুরবাসী। ছবি মনোজ চক্রবর্তী

আরজি কর কাণ্ড প্রতিবাদী মিটিংয়ে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের আগমন ও সিস্টেম হ্যাকের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: আরজি কর সহ একাধিক ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকা একটি ভার্চুয়াল মিটিং চলাকালীন পুলিশ পরিচয় দিয়ে মিটিংয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে ভয় দেখানোর পাশাপাশি সিস্টেম হ্যাক করে পর্নোগ্রাফি চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা গোটা ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে রায়গঞ্জ সাইবার ক্রাইম থানায়। মহিলাদের ওপর নৃশংসতার প্রতিবাদে একটি ভার্চুয়াল মিটিংয়ের আয়োজন করে একদল ছাত্র-ছাত্রী। সেই মিটিংয়ে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা এই তিন জেলার বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সেই মিটিং চলাকালীন আচমকাই কিছু ব্যক্তি নিজেকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে ভয় দেখায় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি গোটা মিটিংটি হ্যাক করে তাতে পর্নোগ্রাফি চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কোনওক্রমে সেই মিটিং বন্ধ করে দেয় ছাত্র-ছাত্রীরা। পরবর্তী সময়ে রায়গঞ্জ সাইবার ক্রাইম থানায় এসে গোটা ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ছাত্র-ছাত্রীরা।

অভিযোগকারী এক ছাত্র বাপি সোরেন বলেন, আমাদের রাজ্যে আরজিকর ঘটনা হওয়ার পরে আমরা দেখলাম মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ১১-১২ বছর বয়সি দুটি বোনের ওপরে ধর্ষণ এবং হত্যার চেষ্টা করা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি গুগল মিটের আয়োজন করি। সেখানে আমরা কীভাবে প্রতিবাদ করব এই বিষয়ে এটা একটা প্রাইভেট মিটিং ছিল। এবং সেখানে কাউকে পারমিশন ছাড়া ঢোকানো হচ্ছিল না। মিটিং শুরু হওয়ার ১০ মিনিট পর আমরা দেখি আমাদের পেজটি হ্যাক করে তিনজন সেখানে ঢোকে এবং তাদের একজন নিজেকে দিল্লি পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর বলে পরিচয় দিয়ে বলেন আমাদের পেজটি পাকিস্তান থেকে হ্যাক করা হয়েছে এবং অবিলম্বে আমরা যাতে মিটিংটি ক্যান্সেল করে দিই এবং আমরা যাতে কোনও কর্মসূচি না গ্রহণ করি। সেখানে পর্নোগ্রাফি ও অশ্লীল ভিডিও চালু হয়ে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে আমরা আজকে সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারী এক ছাত্রী সাবিত্রী মুর্মু বলেন, কিছু অজানা অ্যাকাউন্ট থেকে অশ্লীল ভিডিও চালিয়ে দেওয়া হয়। কারা কিভাবে করল আমরা তা জানিনা। তবে যতই আমাদের আটকানোর চেষ্টা করুক আমরা আমাদের প্রতিবাদ চালিয়ে যাব।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও আরামবাগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যে মহিলাদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নির্যাতিতার দ্রুত বিচারের দাবিতে হুগলির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও ও অবস্থান বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হল সোমবার। এদিন মহকুমা শাসকের কার্যালয় চত্বরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা চোখে পড়ে। আরামবাগের পল্লিশ্রী মোড় থেকে জেলা সভাপতি তথা পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষের নেতৃত্বে মিছিল সহকারে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে হাজির হয়। প্রচুর মহিলা কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে লক্ষ করা যায়। বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে এবং স্লোগান ওঠে 'দফা এক দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ'। মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে জেলা সভাপতি ছাড়াও ছিলেন সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি উপাসক দে, বিজেপি সভানেত্রী সুদেষ্ণা অধিকারী, বর্ষীয়ান নেতা অসিত কুন্ডু, সুমন তেওয়ারি, সঞ্জিত হেলা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। এটাও ঠিক যে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদের আঁচ শহর ছাড়িয়ে মফস্বল সহ গ্রামগঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং সাধারণ মানুষের একটাই দাবি দোষীদের কঠিন শাস্তি। এ প্রসঙ্গে জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, আরজি করের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। এই ঘটনাকে

ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছি, ঘটনাকে মুখ্যমন্ত্রী চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে রাজ্য সহ দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে এবং সাধারণ মানুষ আন্দোলনে পথে নেমে আন্দোলন করছেন দোষীদের শাস্তির দাবিতে। দোষীরা ধরা না পড়লে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলন হবে আমাদের। বিজেপি সভানেত্রী সুদেষ্ণা অধিকারী বলেন, আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় যারা দোষী তাদের কঠিন শাস্তি এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আমরা এসডিও অফিস ঘেরাও করছি। পাশাপাশি যুব মোর্চার সভাপতি উপাসক দে বলেন, আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় যারা দোষী তাদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। দোষীরা ধরা না পড়লে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।

দল থেকে সাসপেন্ড তৃণমূল নেতা অতীশ সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই অশোকনগরের এই তৃণমূল নেতা ফোঁস করেই বিপাকে, দল থেকে সাসপেন্ড। তৃণমূলের প্রতিবার সভা থেকে প্রকাশ্যে হুমকি দিলেন অশোকনগরের তৃণমূল নেতা অতীশ সরকার ওরফে ঝঙ্কু। তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জিকে নিয়ে যারা কুচ্ছা করছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের বাড়ির দরজায় মা-বোনেদের ছবি বিকৃতি করে আপনার বাড়ির দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে আসব। এই বক্তব্যের পর বিপাকে তৃণমূল নেতা। ৩১ তারিখ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর অশোকনগর কচুয়া মোড় এলাকায় তৃণমূলের একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভার একটি ভিডিও ইতিমধ্যে সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিও একাধিক বিজেপি নেতা সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন।

এই বক্তব্য নিয়ে সোমবার আমরা কথা বলেছিলাম অতীশ সরকারের সঙ্গে তিনি জানান, রাজনৈতিক মা মমতা ব্যানার্জিকে নিয়ে যারা এই ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করছেন তাদের উদ্দেশ্য করেই তিনি এই বক্তব্য দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, যদি কোনও মা, বোন তার এই বক্তব্যে খারাপ লেগে থাকে তাদের কাছে তিনি ক্ষমা চান। পাশাপাশি দল এই ধরনের মন্তব্যকে কোনওভাবেই সমর্থন করে না, এমনটাও শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে।

ভুল সংশোধন

সোমবার প্রকাশিত 'আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের চেষ্টা...' শীর্ষক খবরে 'প্রতিবাদে ডাকা বন্‌ধ প্রত্যাহার' হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

বিজেপির জেলা শাসকের দপ্তর ঘেরাও, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপির জেলা শাসকের দপ্তর ঘেরাওকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ায়। তিলোত্তমার বিচার চেয়ে সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলাতেও জেলা শাসকের দপ্তর অভিযানের ডাক দেয় বিজেপি। বাঁকুড়া হিন্দু হাইস্কুল ময়দান থেকে মিছিল করে এদিন বিজেপি কর্মীরা বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দপ্তরে যাওয়ার চেষ্টা করে। আইজি অফিস মোড়ে একের পর এক ব্যারিকেড করে মিছিলের পথ অবরোধ করে পুলিশ। দফায় দফায় পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে বিজেপি কর্মীরা। পরে ব্যারিকেডের সামনেই বিক্ষোভ শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। আন্দোলনকারী বিজেপি কর্মীদের দাবি, আরজি করের নির্যাতিতার বিচার যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছে ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। ব্যারিকেড করেও এই আন্দোলন দমানো যাবে না।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০২/০৯/২০২৪ তারিখ থেকে ১১/০৯/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বন্দীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগন এই বিষয়ে বিশদে জানবার জন্য বন্দীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রধান,
বন্দীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

বিজ্ঞপ্তি
দমদম পৌরসভা

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০২.০৯.২০২৪ থেকে ১১.০৯.২০২৪ পর্যন্ত পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। এই উপলক্ষ্যে নিম্নের সারণি অনুযায়ী স্বেচ্ছা ঘোষণা শিবির (Self Declaration Camp)-এর আয়োজন করা হয়েছে।

স্থান : দমদম পৌরসভা
তারিখ : ৫ - ১১ই সেপ্টেম্বর
সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪ ঘটিকা

বিশদে জানবার জন্য নিকটবর্তী ওয়ার্ড অফিসে / পৌরসভা কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কার্যনির্বাহী আধিকারিক
দমদম পৌরসভা

KALUPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-Kalupur, Bongaon, Dist.-North 24 Parganas
বিজ্ঞপ্তি
স্বাঃ- প্রধান
কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, N 24 PGS
NOTICE
MANUAL SCAVENGER & INSANITARY LATRINE SURVEY 2024 HAS STARTED ON 02-09-2024 AND WILL BE CONTINUED UPTO 10-09-2024
SD/-
CHAIRMAN
BARRACKPORE MUNICIPALITY

BAIRAMPUR GRAM PANCHAYET
P.O.- BAIRAMPUR,
P.S.- GOPALNAGAR,
BLOCK-BONGAON,
DIST.- NORTH 24 PARGANAS.
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী 02/09/2024 তারিখ থেকে 11/09/2024 তারিখ পর্যন্ত জেলার প্রত্যেকটি গ্রাম এবং শহরে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগন এই বিষয়ে বিশদে জানবার জন্য বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্বাঃ প্রধান,
বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

PALLA GRAM PANCHAYAT
Vill & P.O.: Palla, Block: Bongaon, Dist.: North 24 Parganas
বিজ্ঞপ্তি
সাঃ- প্রধান
পাল্লা গ্রাম পঞ্চায়েত

GOPALNAGAR-1 GRAM PANCHAYAT
P.O.+P.S.-Gopalnagar, Block-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs.
বিজ্ঞপ্তি
স্বাঃ- প্রধান
গোপালনগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

বিজ্ঞপ্তি
চৌবেড়িয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত
Sd/- Pradhan
Chowberia-2 Gram Panchayat
Bongaon Block, North 24 Pgs

বিজ্ঞপ্তি
গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
Sd/- Pradhan
Ganganandapur Gram Panchayat
Bongaon Block, North 24 Pgs

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank

[রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, পিন - ৭১৩ ২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **দাবি নোটিশের তারিখ ২৬.০৪.২০২২ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) - অশোক সিংহ এবং শ্রীমতি মিশা সিংহ** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২১,২৯,৯৮৯.৮৯ টাকা** (একুশ লাখ উনত্রিশ হাজার নশো উননব্বই টাকা এবং উননব্বই পয়সা) টাকা **১৮.০৪.২০২২ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৩১.০৮.২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাঁকুড়া শাখার** নিকট বকেয়া **২১,২৯,৯৮৯.৮৯ টাকা** (একুশ লাখ উনত্রিশ হাজার নশো উননব্বই টাকা এবং উননব্বই পয়সা) টাকা উল্লিখিত পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি বসবাসের ভবন ফ্ল্যাট নং ৩/বি, বি-ব্লক, ৪র্থ তল জি-৫ তলা ভবন নাম 'স্কাই ভিউ', অবস্থিত প্লট আইডি নং ৪, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৭, খতিয়ান নং ২৮১৬, মৌজা : কেন্দুয়াদিঘি, জেএল নং ২১৩, থানা এবং জেলা : বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং ৭,হোল্ডিং নং ২৭৫/বি, ফিডার রোড, প্লট এরিয়া : ৮৫০ বর্গফুট, বাঁকুড়া পুরসভা এবং **প্লট এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিএসএনএল কমপ্লেক্স, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক সংযুক্ত বাস স্ট্যান্ড রোড পর্যন্ত, পূর্বে : গোবিন্দনগর-কাঠুরিয়াডাঙ্গা রোড, পশ্চিমে : শ্রী বিশ্বরূপ দত্ত এবং অন্যান্যর ভবন।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন : পূর্বের ০২.০৭.২০২৪ তারিখের প্রতীকী দখল বাতিল করা হয়েছে।

তারিখ - ৩১.০৮.২০২৪
স্থান - বাঁকুড়া
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
চৌরঙ্গি ব্রাঞ্চ, ৫৫, চৌরঙ্গি রোড
কলকাতা - ৭১, ইমেল আইডি : k746@indianbank.co.in

দখল নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক বর্তমানে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী গোপী নাথ রায় **জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা :** শ্রীমতি সঞ্চিতা রায় **শাখা :** চৌরঙ্গি।	০৭.০৬.২০২৪ এবং ২৯.০৮.২০২৪	৩৭,৭১,৫১০.৬৮ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ একাত্তর হাজার পাঁচশ দশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ	ফ্ল্যাট নং সি-২, ৪র্থ তল, কৈলাশ অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১৩২,লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, ওয়ার্ড নং ২৬, পো এবং থানা : বারাসত, বারাসত পুরসভা, পিন : ৭০০১২৬, ওয়ার্ড নং ২৬,বারাসত পুরসভা। ফ্ল্যাটের এরিয়া : ১১৬২ বর্গফুট জমির এরিয়া ১০ কাঠা (দলিল অনুযায়ী) **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুর সড়ক, **দক্ষিণে :** সুভাষ ময়দান, **পূর্বে :** সুভাষ ময়দান, **পশ্চিমে :** মধুসূদন রায়ের সম্পত্তি।
২	**ঋণগ্রহীতা :** যথার্থ ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড **ডিরেক্টর :** শ্রী পঙ্কজ কুমার রাজগরিয়া, শ্রীমতি পূজা রাজগরিয়া। **শাখা :** চৌরঙ্গি।	২৬.০৬.২০২৪ এবং ২৯.০৮.২০২৪	৩৯,৯৯,৮২৮.৮২০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ নিরানব্বই হাজার আটশ আঠাশ টাকা এবং বিরাশি পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ	মৌজা : তারধা, গ্রাম : হারাপুর পূর্বপাড়া, দাগ নং ২৩০৫ (জমির এরিয়া ২৫ কাঠা, ১২ ছটাক ২০ বর্গফুট, দাগ নং ২৩০৬ (জমির এরিয়া ২৪ কাঠা ১০ ছটাক ২০ বর্গফুট), দাগ নং ২৩০৭ (জমির এরিয়া ৮ কাঠা ২ ছটাক) এবং দাগ নং ২৩০৮ (জমির এরিয়া ১১ কাঠা ৭ ছটাক জমির ধরন -বাস্তুতে পরিবর্তিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সড়ক; **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ২৩০৫; **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ২৩০৮; **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ২৩০৫।

তারিখ : ২৯.০৮.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI এসবিআই আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালী,ই.এম. বাইপাস, কলকাতা- ৭০০১০৩, ইমেল আইডি: sbi.16286@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মন্টু কুমার মন্ডল, মোঃ- ৯৬৭৪৭১২৮৬৯, ই-মেইল আইডি: sbi.16286@sbi.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) ও ৯(১) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) -এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল নিয়েছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৪.১০.২০২৪ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ইচ্ছুক দরদাতাদের তার(পুং/স্ত্রী) ইএমডির পরিমাণ ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ (ই-মেইল আইডি- support.ebkray@psballiance.com) -এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার (পুং/স্ত্রী) বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে https://ebkray.in -এ তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে নিলামের তারিখের আগে।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধক/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ০৪.১০.২০২৪ তারিখে, **২৭,৯৫,২১৭/- টাকা (সাতাশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার দুইশো সতের টাকা মাত্র) ২০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর **শ্রী অরূপ দাস শর্মা, শ্রীমতী উদিতা দাস শর্মা (বসু)** ফ্ল্যাট নং ২বি, ২য় ফ্লোর, অশোক আর্কেড, ১১৯ রাজা এস.সি. মল্লিক রোড, কলকাতা-৭০০০৪৭ **এছাড়াও এখানে-** ১১৪/ভি/১ডি রাজা এস.সি. মল্লিক রোড (জীবনদীপ মেডিকেল হলের কাছে) কলকাতা-৭০০০৪৭- এর বকেয়া আছে। রিজার্ভ মূল্য হবে **২৫,৫৭,০০০/- টাকা,** বায়না অর্থ জমা হবে **২,৫৫,৭০০/- টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**।

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রী অরূপ দাস শর্মা, পিতা-সুধীরানন্দ দাস শর্মা এবং **উদিতা দাস শর্মা বসু** স্বামী-অরূপ দাস শর্মা, ২০১৬ সালের দলিল নং ১৬০১০২৯০৩, বই-আই, ভলিউম নং ১৬০১- ২০১৬, পৃষ্ঠা ৮৫৯৩৫ থেকে ৮৫৯৬২ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত।
২য় ফ্লোরে পূর্ব দিকে (পিছনে) স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নম্বর ২বি এর সকল যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা কমবেশি ৮২৩ বর্গফুট এবং যার আছে ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১ (এক) রান্নাঘর, ২ (দুই) টয়লেট এবং ১ (এক) ব্যালকনি যা কেএমসি প্রেমিসেস নং ১১৯, রাজা এস.সি. মল্লিক রোড (গড়িয়া ক্রসিং) এ অবস্থিত, পোস্ট- নাকতলা, থানা- পূর্বে যাদবপুর এখন নেতাজি নগর, কলকাতা - ৭০০০৪৭ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০০ নং ওয়ার্ডের সীমার মধ্যে , জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা সেইসঙ্গে জমি এবং সম্পত্তির উপর অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং ইন্টারেস্ট।
সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- ১৩' ফুট প্রশস্ত রাজা এস.সি. মল্লিক রোড; **দক্ষিণে-** ১২১ রাজা এস.সি. মল্লিক রোড; **পূর্বে-** ১২০ রাজা এস.সি. মল্লিক রোড; **পশ্চিমে-** ১৮১ রাজা এস.সি. মল্লিক রোড দ্বারা।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৭.০৯.২০২৪, সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টে
দখলের ধরন: বাস্তবিক

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটর এর ওয়েবসাইট- www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক https://ebkray.in অনুগ্রহ করে দেখুন।

কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৪
স্থান: কামালগাজী, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ধাত্রীগ্রাম নিরল গাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

২৪৯৫ কে.টি.ঃ তাং-০৯/ ০৩/ ১৯৯৫
গ্রাম ও পো ঃ- ধাত্রীগ্রাম পূর্ব বর্দ্ধমান
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের সহ নিবন্ধক পূর্ব বর্ধমান-২ রেঞ্জ তথা ঐ রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমরা সহকারী রিটার্নিং অফিসারদ্বয় ধাত্রীগ্রাম নিরল গাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগন কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন উপলক্ষে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচনক্ষেত্র(Constituency) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা সমিতির নোটিশবোর্ডে সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির খসড়া নির্বাচক তালিকা সমিতির নোটিশবোর্ডে সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন বা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমান তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিতভাবে ইংরাজির ০৫/ ০৯/ ২০২৪ তারিখ হইতে ১৪/ ০৯/ ২০২৪ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিনে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপরে আগামী ১৭/ ০৯/ ২০২৪ সহকারী রিটার্নিং অফিসার ধাত্রীগ্রাম নিরল গাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর দ্বারা সমিতির অফিসৃগহে বেলা ১১টায় শুনানী হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা আগামী তারিখে ১৮/ ০৯/ ২০২৪ সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

০৪/ ০৯/ ২০২৪
ধাত্রীগ্রাম

শ্রী বিপ্লব কোলে ও শ্রী গৌতম ঘোষ
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
পূর্ব বর্ধমান-২ রেঞ্জ

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর: আরজি কর কাণ্ডের আবহেই এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরের বামনখালি এমএসপি উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্ত শিক্ষকের গ্রেপ্তারের দাবিতে সোমবার পড়ুয়া ও অভিভাবকেরা একাংশ স্কুলের সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখায়। পরে প্রধান শিক্ষকের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে সাগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত শিক্ষকের নাম প্রকাশ্যে জানা। তিনি এই স্কুলের আংশিক সময়ের শিক্ষক ছিলেন। মঙ্গলবার ধৃতকে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার। ওইদিন সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ক্লাসের বাইরে ডেকে নিয়ে যায় ওই শিক্ষক। এরপর তাকে শ্লীলতাহানি করা হয় এবং ও কুপ্রস্তাবও দেয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানার পর ওই ছাত্রীর পরিবার স্কুলে যায়। কিন্তু বিষয়টি চেপে যেতে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এমনকী থানায় অভিযোগ জানাতেও বারণ করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার কথা চাউর হতেই সোমবার স্কুল গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এই বিক্ষোভ চলাকালীন স্থানীয় মুড়িগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান গোবিন্দ মণ্ডল ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রতিবাদীদের ওপর চড়াও হয় বলেও অভিযোগ। দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর প্রতিবাদীদের চাপে একসময় পিছু হটে তৃণমূল নেতারা। এই বিষয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন, 'বিক্ষোভের খবর পেয়েই স্কুলে পুলিশ পৌঁছয়। তবে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের হতেই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

চণ্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L13100WB1978PLC031670
রেজি. অফিস : ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৪৮৯৮০৮, ২২৪৮৮১৭৩, ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ২২৪৩০০২১
ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com, ইমেল : chandisteelindustries@gmail.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সদস্যগণকে এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে কোম্পানির ৪৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ বেলা ১২.৩০টায় আইএসটি, ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ("আইন") প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে এবং তৎসহ পঠিত ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের ইস্যুকৃত সার্কুলার অনুযায়ী। এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য যা যথা সময়ে প্রেরণ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অধীনে ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির/মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা. লি., রেজিস্ট্রার এবং হস্তান্তর প্রতিনিধি (আরটিএ) বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপিএস) এর নিকট নথিভুক্ত রয়েছে তাদের ই-মেল মারফত প্রেরণ করা হবে। উক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://chandisteel.com/ এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর https://www.cse-india.com/ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কোম্পানি সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির জন্য ভোট দানের নিমিত্ত সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) কে ই-ভোটিং ("রিমোট ই-ভোটিং") সুবিধা পরিষেবা ব্যবস্থা প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেছে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়ার বিস্তারিত এজিএম নোটিশে প্রদত্ত হবে।

যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল অথবা ডিম্যাট আকারে শেয়ার অধিকার করেন এবং যারা কোম্পানির নিকট তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তারা নিম্নোক্ত মতে নথিভুক্তির মাধ্যমে তা পেতে পারেন :

যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার অধিকার করেন তারা ইমেল মারফত mdpldc@yahoo. com/ chandisteelindustries@gmail.com এবং নিম্নোক্ত বিস্তারিত : একটি স্বাক্ষর করা আবেদন নাম, ফোলিও নং, ইমেল ঠিকানা, মোবাইল নং, প্যান (স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি সহ) অনুরোধ পাঠিয়ে, খ) যারা ডিম্যাট আকারে শেয়ার অধিকার করেন তাদের ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর এবং সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপিএস) এর নিকট অনুরোধ পাঠিয়ে পেতে পারেন।

আরও বিস্তারিত/পর্যালোচনা উক্ত বিষয়ে জানতে সদস্যগণ কোম্পানি/আরটিএ নিকট উক্ত ঠিকানা/ই-মেল করে জানতে পারেন।

চণ্ডী স্ট্রিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সীমা চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২.০৯.২০২৪

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯, ভারত **CIN: L65993WB1979PLC032394**
দূরভাষ নং. ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩০০/৬৩৩০/৩১/৩২, **ফ্যাক্স নং.** ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩৩৩/৬৩৩৪
ইমেল: info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com

৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাথে সম্মতিতে এবং ১৩ জানুয়ারী ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং ২/২০২১ সার্কুলার নং. ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২২ এবং ১০/২০২২ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং-এর সাথে পড়া হয়েছে যথাক্রমে ৫ মে ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ (একত্রে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এবং এছাড়াও সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারী ২০২১ এর সাথে পড়ুন। সেবি নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 এবং SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ১২ মে ২০২০, ১৩ মে ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারী, ২০২৩, যথাক্রমে ("সেবি সার্কুলার"), এজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসাগুলি লেনদেন করার জন্য সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই সাধারণ স্থানে।

উপরে উল্লিখিত সার্কুলারগুলি মেনে, ৪৫ তম এজিএম এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন ২রা সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে কোম্পানির সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত হয়েছে কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)। ৪৫ তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে ওয়েবলিংক https://www.ludlowjute.com/pdf/annual_reports/Annual%20Report%202024.pdf এ উপলব্ধ রয়েছে এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com।

সদস্যরা, যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা (ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের সহ) নিবন্ধিত করেননি, তাদের নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এই বিজ্ঞাপনের পরিষেবার ৩ দিনের মধ্যে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তাদের ইমেল ঠিকানা, বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ

ক) শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল মোডে রাখা হলে, অনুগ্রহ করে ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) প্রদান করুন। আধার কার্ডের) info@ludlowjute.com/mcssta@rediffmail.com এ ইমেলের মাধ্যমে।

খ) যদি শেয়ারগুলি ডিম্যাট মোডে রাখা হয়, অনুগ্রহ করে ডিপিআইডি-সিএলআইডি (১৬ সংখ্যার ডিপিআইডি+ সিএলআইডি বা ১৬ সংখ্যার সুবিধাভোগী আইডি), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা একত্রিত অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের অনুলিপি, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি info@ludlowjute.com/mcssta@rediffmail.com-এ ইমেল করে।

আইনের ১০৮ ধারার বিধানের সাথে সম্মতিতে, এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড - ২ সাধারণ সভায় এবং হিসাবে লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ অনুযায়ী, সময়ে সময়ে সংশোধিত, কোম্পানি ৪৫তম এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাস করা প্রস্তাবিত রেজুলেশনগুলিতে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করে সন্তুষ্ট। এজিএম চলাকালীন ভোটিং সিস্টেম ভিসি ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদান এবং এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি দূরবর্তী ই-ভোটিং, ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণ এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সংস্থা হিসাবে এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে।

যে সদস্যদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ উপস্থিত থাকে তারা শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। -এজিএম এ ভোটিং সিস্টেম। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪**-এ শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন evoting@nsdl.co.in। যাইহোক, যদি তিনি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে ভোট দেওয়ার জন্য তিনি তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন তার সেই অনুযায়ী করা উচিত শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম নোটিশ ব্যবহার করুন।

সদস্যদের তাদের দূরবর্তী ই-ভোটিং শংসাপত্র ব্যবহার করে শেয়ারহোল্ডার/সদস্য লগইন করার অধীনে https://www.evoting.nsdl.com-এ লগইন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্যরা সভা শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন।

দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল **শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (সকাল ৯টা) থেকে শুরু হবে এবং সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (বিকেল ৫টায়)** এ শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এনএসডিএল এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করবে। ই-ভোটিংয়ের সুবিধাটিও এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে যাতে সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি, মিটিংয়ে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারেন। যেসব সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন; যাইহোক, তারা সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবে না।

সদস্যদের এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে, এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী, এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এজিএমের আগে/ চলাকালীন লগইন করার সময় যে সদস্যরা কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা evoting@nsdl.com এ অনুরোধ পাঠিয়ে এনএসডিএল হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন।"

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
প্রতিভা জয়সওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ : ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
স্থান : কলকাতা

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড

রেজি: অফিস "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
CIN- L34103WB1942PLC018967
ফোন +৯১ ৩৩ ২২৪২০৯৩২, ফ্যাক্স +৯১ ৩৩ ২২৪৮০০৫৫
ই-মেল : hmcosecy@hindmotor.com, ওয়েবসাইট: www.hindmotor.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেডের ('কোম্পানি') সদস্যদের ৮২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ দুপুর ২.০০টায় আইএসটি অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") –এর মাধ্যমে ৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের নোটিশে বর্ণিত ব্যবসায় লেনদেনের উদ্দেশ্যে।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আর্থিক বিবৃতি এবং ভোট দেওয়ার সার্কুলার সহ সভায় লেনদেন করা ব্যবসা নির্ধারণ করে এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে মিটিংয়ে অংশ নেওয়ার বিষয়ে এজিএম আহ্বান করার নোটিশ ইতিমধ্যেই শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিজ নিজ মেইল আইডিতে মেইল করা হয়েছে। কোম্পানি এর নথিগুলির সাথে তার ওয়েবসাইটে www.hindmotor.com –এ আপলোড করেছে।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ ও তৎসহ পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ১০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই **বৃহস্পতিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ)** এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।

সদস্যদের লক্ষ্য করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে এজিএমে ব্যবসায়ি রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা হতে পারে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল **রবিবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (সকাল ৯.০০টা) -সে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (বিকাল ৫.০০টা) শেষ হবে।** উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে শেয়ারধারকারী কোম্পানির সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** (রেকর্ড তারিখ) অনুযায়ী শেয়ার ধারণ করলে, ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। যদি কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তার ভোট দিয়ে থাকেন তবে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে এজিএম চলাকালীন তাকে আর কোনও ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

শ্রী অঞ্জন কুমার রায়, এফসিএস, কোম্পানি সেক্রেটারি ইন প্র্যাকটিস (সিপি নং ৪৫৫৭), কলকাতা -কে সম্পূর্ণ ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠ ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

ই-ভোটিংয়ের বিষয়ে যে কোনও অভিযোগের জন্য, নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে ই-মেইলে hmcosecy@hindmotor.com -তে বা ফোনে (০৩৩)২২৪২-০৯৩২-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেডের পক্ষে
বিশাখা গুপ্ত
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
M.No. A54948

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
ফোন: (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল : periatea@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট: www.periatea.com, CIN: L01132WB1913PLC220832

১১১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা
বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ১১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে দুপুর ১০.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিসুয়্যাল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে সদস্যের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়াই ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, পড়ুন ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ সহ, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং এছাড়াও সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১, তৎসহ সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে, ২০২০ এবং সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২, সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2024/4 তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ (একত্রিতভাবে "উক্ত সার্কুলারগুলি") এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য।

এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা পূর্বোক্ত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন যাতে বোর্ডের রিপোর্ট, অডিটরদের রিপোর্ট এবং ১১১ তম এজিএমের নোটিশ সহ এর সাথে সংযুক্ত করা আবশ্যক অন্যান্য নথি সহ আর্থিক বিবৃতি রয়েছে কোম্পানির ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তিদের কাছে নিবন্ধিত অধিকারীর নিকট নথিভুক্ত।

সদস্যরা আরও লক্ষ করতে পারেন যে ১১১তম এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪ এর বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে ওয়েবলিংক **https://www.periatea.com/wp-content/uploads/2024/pktp-ar-2024.pdf?_t=1725261164** -এ উপলব্ধ রয়েছে এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ এনএসই লি., **www.nseindia.com**-এ। এজিএমের বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানী আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা ২০১৫, কার্যকর ১৯ মার্চ, ২০১৫, ধারা অনুসারে সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের ৭.২ (এসএস-২), সেবি-এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এবং এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিকের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি অনুমোদিত ই-ভোটিং সংস্থা হিসাবে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধার্থে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড(সিডিএসএল) এর সাথে একটি চুক্তি করেছে। এজিএম-এর তারিখে দুরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে একজন সদস্যের ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল সরবরাহ করবে।

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিদের স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

এতদ্বারা সকল সদস্যদের অবগত করা যাচ্ছে যে :

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সোমবার সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫ টায় শেষ হবে। এর পরে সিডিএসএল দ্বারা দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

খ) কোম্পানির যে সদস্যরা শেয়ার ধারণ করেন তারা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ, শুধুমাত্র এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

গ) সদস্যদের ভোটাধিকার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) হিসাবে কোম্পানিতে তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪), কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের মেসার্স লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড কাছে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন, একটি ইমেল আইডিতে **coimbatore@linkintime.co.in**।

ঘ) শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখের (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) কাজের সময় বন্ধ হওয়ার সময় এবং দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন না। এজিএমে তাদের ভোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে। একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একবার সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

ঙ) ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিং-এ অংশগ্রহণের বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ যোগাযোগ করতে পারেন।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটিং সুবিধা সম্পর্কযুক্ত যেকোনও অভিযোগ থাকলে শ্রী রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া লিমিটেড) এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (ইস্ট), মুম্বই - ৪০০০১৩ সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** ইমেল করে অথবা নিঃশুল্ক ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা আরও দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রযোজ্য নিয়ম এবং সেবি-এর রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫, সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বইয়ের বিধান অনুসারে কোম্পানিটি শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয় দিন সহ) লভ্যাংশ প্রদানের জন্য সদস্যদের রেকর্ড নেওয়ার উদ্দেশ্যে, অনুমোদিত হলে, ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ইক্যুইটি শেয়ারগুলিতে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিংহানিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এ২৭২২৭

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২.০৯.২০২৪

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

অঙ্কুর মার্কেটিং লিঃ

CIN : L52110WB1985PLC240038
রেজি. অফিস ২১০, রবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮
ফোন : ০৩৩ ৭১৫০ ০২০৩; ইমেল : ankurmarketing85@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.ankurmarketing.com

নোটিশ

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সংশোধিত বিধিমালা, ২০১৫ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) এর রেগুলেশন ৪৪-এর বিধি ২০ সহ পঠিত রেগুলেশন, ২০১৫ কোম্পানির সদস্যদের ৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে এর নিবন্ধিত অফিসে অর্থাৎ ২১০, রবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা - ৭০০০৭৮ ঠিকানায়।

সভা আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসার জন্য সদস্যদের নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে উপলব্ধ। এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ankurmarketing.com এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে।

সদস্যদের আরও জানানো যাচ্ছে যে :

১. এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া ব্যবসায়ের আইটেমগুলি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। তদনুসারে শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যারা সদস্যদের বা শেয়ারহোল্ডারদের উপকারী সদস্যদের বইতে প্রদর্শিত হয় ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সদস্যদের ভোটাধিকার গণনার জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ, সদস্যদের তারা প্রয়োগ করা হবে দূরবর্তী ই-ভোটিং অধিকার দ্বারা।

২. ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় হল সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ১০টা এবং ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় হল বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫টা। ভোট প্রদান ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (বিকাল ৫টা) এর পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর উপায় অনুমোদিত হবে না।

৩. একজন সদস্য যিনি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ সদস্য হিসাবে অবিরত থাকবেন, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে তাকে আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর কাট-অফ তারিখে শেয়ারের সদস্য বা উপকারী মালিক হিসাবে বইটিতে উল্লিখিত শেয়ারহোল্ডাররাই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

৪. শ্রী শ্রী কান্ত মোহতা, প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে একটি সুষ্ঠ এবং স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং যোগাযোগ করা যেতে পারে তার মেইল আইডি mohata.shrikant@gmail.com এ তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

৫. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টারগুলি বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৬. ইমেল আইডি নিবন্ধন করার পদ্ধতি যদি আগে থেকেই নিবন্ধিত না থাকে :

- ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের ইমেল absconsultant99@gmail.com-এ ফোলিও নং, নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি, স্ব-প্রত্যয়িত আধার কার্ডের স্ক্যান কপি পাঠিয়ে হবে।
- ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে পারেন।
- বিকল্পভাবে সদস্যরা e-voting@nsdl.co.in-এ ইমেল অনুরোধ পাঠাতে পারেন ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য এবং উল্লিখিত ক্রম নম্বরে ব্যবস্থা অনুযায়ী পাসওয়ার্ড বিজ্ঞপ্তির পাঠিয়ে।
- যথাযথ যাচাইকরণের পরে কোম্পানি/এনএসডিএল তাদের লগইন শংসাপত্রগুলি তাদের ইমেল ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।

৭. সদস্যরা তাদের কোনও প্রশ্ন/অভিযোগ থাকলে, শ্রীমতি ইন্দ্রাণী রায়, কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসারকে ankurmarketing85@gmail.com-এ জানাতে পারেন।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রাণী রায়
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২.০৯.২০২৪

মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড

রেজি. অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২২৩০০১৬, **ই-মেল :** kolkata.msum@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট : www.msumindia.com ; **CIN :** U17124WB1939PLC128650
হেড অফিস এবং ওয়ার্কস : যোধপুর রোড, পালি- ৩০৬৪০১ (রাজস্থান)
ফোন : +৯১-২৯৩২ ২২০২৮৬/২৮৮, **ইমেল :** ho.msum@lnbgroup.com

৮৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা,
বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৮৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, ভারতীয় মান সময় (আইএসটি) ২.৩০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়াই, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/ ২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ সাধারণ সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা জারি করা হয়েছে এমসিএ ("সম্মিলিতভাবে সার্কুলার হিসাবে" উল্লেখ করা হয়েছে) এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা লেনদেন করার জন্য।

এমসিএ সার্কুলার দ্বারা জারি করা উল্লিখিত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনে বোর্ডের রিপোর্ট, অডিটরদের রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথির সাথে সংযুক্ত করা আবশ্যক যার মধ্যে ৮৩ তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি সহ আর্থিক বিবৃতি রয়েছে। ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে কোম্পানিটি ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এবং অন্যান্য সকল ব্যক্তিদের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে এবং অন্যান্য সকল উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট।

সদস্যরা আরও লক্ষ করতে পারেন যে ৮৪তম এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪ এর বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে ওয়েবলিংক **https://msumindia.com/wp-content/uploads/2024/09/Annual_Report- 2024_MSUM.pdf** -এও পাওয়া যাবে। এজিএমের বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে **www.evotingindia.com** -এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানী আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ -এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, কার্যকর ১৯ মার্চ, ২০১৫ ধারা অনুসারে সাধারণ সভা (এসএস-২) এবং এমসিএ সার্কুলার সম্পর্কিত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের ৭.২, কোম্পানিটি তার সদস্যদের এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি অনুমোদিত ই-ভোটিং সংস্থা হিসাবে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধার্থে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর সাথে একটি চুক্তি করেছে। এজিএম-এর তারিখে রিমোট ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে একজন সদস্যের ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল সরবরাহ করবে।

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিদের স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

এতদ্বারা সকল সদস্যদের অবগত করা যাচ্ছে যে :

ক) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সোমবার সকাল ৯:০০টায় শুরু হবে এবং বুধবার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫:০০টায় শেষ হবে। এর পরে সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

খ) কোম্পানির যে সদস্যরা শেয়ার ধারণ করেন তারা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ -এ, শুধুমাত্র এজিএমে রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

গ) সদস্যদের ভোটাধিকার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) হিসাবে কোম্পানিতে তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪), কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন, মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, একটি ইমেল আইডিতে **mdpldc@yahoo.com**।

ঘ) শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখের (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) কাজের সময় বন্ধ হওয়ার সময় এবং দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেননি, তারা এজিএমে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একবার সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

ঙ) সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিং-এ অংশগ্রহণের বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩ অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ ইমেল করতে পারেন অথবা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ -এ যোগাযোগ করতে পারেন।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত প্রযোজ্য নিয়ম অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অতুল কৃষ্ণ তিওয়ারি
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং A48221

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২.০৯.২০২৪

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড

CIN : L65993WB1989PLC047002
রেজিস্টার্ড অফিস : আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বতন ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন : (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩৫, ই-মেল : investors@sastasundar.com, ওয়েবসাইট : www.sastasundarventures.com

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বুক বন্ধের তথ্যাদির অবগতি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোম্পানির ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে **সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বেলা ১১টায়, (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম)** মাধ্যমে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের (এমসিএ) জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ এবং সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৪/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৪ সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-২/পিওডি/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে ২০২২ সেবি কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস ২০১৫ অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস যা এজিএম অনুষ্ঠানের স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সেখানেই এজিএম এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এলআইআইপিএল) এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এবং সেবি সুবিধা মাধ্যমে এজিএম তে অংশগ্রহণ, রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট দানের সুবিধা প্রদান করবে।

উল্লিখিত সার্কুলারগুলি অনুযায়ী ৩৫তম এজিএম নোটিশ এবং২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডাগণকে প্রেরিত হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তরকারী প্রতিনিধি (আরটিএ)/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস(গুলি) নিকট নিবন্ধিত এবং তা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com আরটিএর ওয়েবসাইট https://instavote.linkintime.co.in/ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার সমূহ তালিকাভুক্ত আছে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com থেকেও পাওয়া যাবে।

উক্ত সার্কুলারগুলির মান্যতাক্রমে ৩৫তম এজিএম নোটিশ এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন যে সকল সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস এর নিকট নথিভুক্ত রয়েছে তাদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট : **www.sastasundarventures.com** এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে তালিকাভুক্ত রয়েছে **www.bseindia.com**। **www.nseindia.com** পাওয়া যাবে ।

ইমেল নথিভুক্তি/আপডেড করার পদ্ধতি :

- যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার অধিকার করেন তারা তাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির নিকট আপডেট করতে পারেন আইএসআর-১ প্রক্রিয়া **https://linkintime.co.in/home-KYC.html** এবং **https://liiplweb.linkintime.co.in/KYC-downloads.html** মাধ্যমে।
- যে সকল সদস্য ডিমেটারিয়ালাইজ মোডে শেয়ার অধিকার করেন তারা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করতে পারেন অনুরোধ পাঠিয়ে।

ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি :

- শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য ভোট দানের সুবিধা পাবেন রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং মাধ্যমে।
- শেয়ারহোল্ডারগণ ইমেল মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদানের জীবনপঞ্জি লগইন করতে পারবেন।
- ভোট প্রদানের বিস্তারিত ই-ভোটিং মাধ্যমে যা এজিএম নোটিশে দেওয়া হয়েছে।

বই বন্ধ :

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা অধীনে এবং ২০১৫ সালের সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনসের লেগুলেশন ৪২ সংস্থান অধীনে কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই মঙ্গলবার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে সোমবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এজিএম অনুষ্ঠানের জন্য।

সদস্যগণকে এজিএমতে উল্লিখিত সকল বিষয় যত্ন সহকারে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে বিশেষত এজিএমতে যোগদান, রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং বিষয়ে নির্দেশাবলিগুলি।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেডের পক্ষে
প্রতাপ সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য নং - এসিএস ২৪০৮১

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০২.০৯.২০২৪

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

CIN : L51909WB1995PLC071730
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২ দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮
ই-মেল: kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com

২৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা,
বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে দুপুর ১২.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিসুয়্যাল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে সদস্যের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়াই ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, পড়ুন ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ সহ, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং এছাড়াও সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১, তৎসহ সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে, ২০২০ এবং সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২, সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2024/4 তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ (একত্রিতভাবে "উক্ত সার্কুলারগুলি") এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য।

এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার দ্বারা জারি করা পূর্বোক্ত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, তারিখ ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন যাতে বোর্ডের রিপোর্ট, অডিটরদের রিপোর্ট এবং ২৮তম এজিএম নোটিশ সহ এর সাথে সংযুক্ত করা আবশ্যক অন্যান্য নথি সহ আর্থিক বিবৃতি রয়েছে কোম্পানির এজিএম অন্যান্য বিষয়ের সাথে ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তিদের কাছে নিবন্ধিত অধিকারীর নিকট।

সদস্যরা আরও লক্ষ করতে পারেন যে ২৮তম এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ কোম্পানির ওয়েবসাইটে ওয়েবলিংক **https://lnbgroup.com/kiran/reports/ 28th%20Annual%20General%20Meeting/Kiran%20Vyapar%20Annual%20Report%20%202024.pdf**-এও পাওয়া যাবে। এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লি. **www.bseindia.com**-এ পাওয়া যাবে। এজিএমের বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানী আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫, কার্যকর ১৯ মার্চ, ২০১৫ ধারা অনুসারে সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের ৭.২ (এসএস-২), সেবি-এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এবং এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিকের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি অনুমোদিত ই-ভোটিং সংস্থা হিসাবে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধার্থে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর সাথে একটি চুক্তি করেছে এজিএম-এর তারিখে দুরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে একজন সদস্যের ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল সরবরাহ করবে।

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিদের স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

এতদ্বারা সকল সদস্যদের অবগত করা যাচ্ছে যে :

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সোমবার সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বিকাল ৫টায় শেষ হবে। এর পরে সিডিএসএল দ্বারা দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

খ) কোম্পানির যে সদস্যরা শেয়ার ধারণ করেন তারা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ, শুধুমাত্র এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

গ) সদস্যদের ভোটাধিকার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) হিসাবে কোম্পানিতে তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪), কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন, মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, একটি ইমেল আইডিতে **mdpldc@yahoo.com**।

ঘ) শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখের (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) কাজের সময় বন্ধ হওয়ার সময় এবং দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন না। এজিএমে তাদের ভোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একবার সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

ঙ) সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিং-এ অংশগ্রহণের বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩ অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেল করতে পারেন অথবা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা আরও দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রযোজ্য নিয়ম এবং সেবি-এর রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫, সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বইয়ের বিধান অনুসারে কোম্পানিটি শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয় দিন সহ) লভ্যাংশ প্রদানের জন্য সদস্যদের রেকর্ড নেওয়ার উদ্দেশ্যে, অনুমোদিত হলে, ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ইক্যুইটি শেয়ারগুলিতে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশানুসারে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার ওঝা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এফ৮৮৫৭

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২.০৯.২০২৪

হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যানে অনাস্থা তৃণমূলের কাউন্সিলরদেরই একাংশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যানে অনাস্থা তৃণমূলের কাউন্সিলরদেরই একাংশের। চেয়ারম্যান অমিত রায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন তৃণমূল কাউন্সিলরদের একাংশ। তাঁদের একাধিক অভিযোগ এই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। পুর শ্রমিকদের বেতন সময়ে না দেওয়া, শহরের রাস্তাঘাট ঠিক মতো মেরামত না হওয়া, নাগরিক পরিষেবা ঠিক মতো না দিতে পারার অভিযোগ উঠেছে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে।

সোমবার চুঁচুড়া মহকুমাশাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লার কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন তৃণমূলের কয়েকজন কাউন্সিলর। চেয়ারম্যানকেও দেওয়া হয় সেই চিঠি। যদিও চেয়ারম্যান অমিত রায় বলেন, আমার কাছে চিঠি দিয়েছে। আস্থা নেই বলে। পাঁচ বছর ধরেই একই ঘটনা ঘটিয়ে চলেছেন ওনারা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রথম গিয়েছিলেন। যদিও তিনি এখন জেলে। এখন এখানে দিয়েছে। এভাবে তো অনাস্থা হয় না। চেয়ারম্যানের বক্তব্য একজনের শিফট বদল করে দেওয়ায় এত কিছু হচ্ছে।

২০২২ সালে পুরসভা ভোটের পর অমিত রায় চেয়ারম্যান হন। এর আগে চেয়ারম্যান ছিলেন গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁকে সরিয়ে অমিত রায়কে চেয়ারম্যান করে দল। এ নিয়ে চুঁচুড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। বোর্ড মিটিংয়ে এ নিয়ে প্রায়শই অশান্তি লেগে থাকে। চুঁচুড়া পুরসভার ৩০টি ওয়ার্ড। তার মধ্যে ২৯টি তৃণমূলের দখলে রয়েছে। অভিযোগ, এলাকার বিধায়ক অসিত মজুমদারের গোষ্ঠীর সঙ্গে চেয়ারম্যান অমিত রায়ের গোষ্ঠীর খুব একটা মধুর সম্পর্ক নয়। বিধায়ক কর্মসূচি ডাকলে চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকে। পাল্টা কর্মসূচি করে। এতে অনেক সময় দলকে অস্বস্তিতেও পড়তে হয়। চেয়ারম্যান অমিত রায় বলেন, আমাদের ভোটাভুটি করে চেয়ারম্যান নির্বাচন হয়নি। তাই মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললে আমি সরে যাব। অন্য কারও কথায় সরব না। এদের হয়তো কেউ টোপ দিয়েছে চেয়ারম্যান করবে। তাই এসব করছে। লাভ নেই কিছু। প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায় অবশ্য অনাস্থা আনার কথা সরাসরি স্বীকার করেননি। হুগলি চুঁচুড়া শহরের তৃণমূল সভাপতি সঞ্জীব মিত্রের বক্তব্য, পুরসভা পরিচালনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হচ্ছে। বিষয়টি রাজ্যস্তরে জানানো হবে বলেও জানান তিনি।

হুগলির বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, এটা সম্পূর্ণ তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। বিধায়কের সঙ্গে চেয়ারম্যানের যে বনিবনা নেই, তা আগেও লোকে দেখেছে। এক পক্ষ আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে।

টাকা দিয়েও চাকরি হয়নি, অবসাদে আত্মঘাতী প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চাকরি দেওয়ার নাম করে ২০ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। কিন্তু টাকা দিয়েও ছেলের চাকরি না হওয়ায় মানসিক অবসাদে আত্মহত্যা করলেন তৃণমূল নেত্রী তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ধর্মদাস চক্রবর্তী নামে এক প্রৌঢ়। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লক এলাকার ঘটনা।

মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, 'হাতে তিন চারটে চাকরি আছে। কিন্তু তার জন্য দিতে হবে মোটা অঙ্কের টাকা'। ২০১৭ সালে দলেরই পঞ্চায়েত প্রধানকে এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন তৎকালীন তৃণমূল নেতা যিনি পরে কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ পদেও বসেছিলেন। প্রস্তাব শুনে নিজের ছেলে ও দুই আত্মীয়ের চাকরির জন্য ২০ লক্ষ টাকা তুলেও দিয়েছিলেন তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান। কিন্তু চাকরি মেলেনি, মেলেনি দেওয়া টাকাও। উল্টে টাকা চাওয়ায় নিয়মিত মিলত হুমকি। সেই মানসিক অবসাদে এবার আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন বর্তমান প্রাক্তন ওই পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী।

সূত্রের খবর, ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তৃণমূলের দখলে থাকা কোতুলপুরের দেশড়া কোয়ালপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন রূপা মণ্ডল রাজনৈতিক কারণেই আলাপ ছিল তৎকালীন তৃণমূল নেতা তথা ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তৃণমূল পরিচালিত কোতুলপুর

পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সন্দীপ ব্যানার্জির সঙ্গে। অভিযোগ ২০১৭ সালে সন্দীপ ব্যানার্জি তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধানকে জানান দলের প্রভাবশালীদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ দহরম মহরম থাকায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ সি ও ডি পদে তিন থেকে চার জনের চাকরি তিনি করে দিতে পারেন। তবে তার জন্য লাগবে মোটা অঙ্কের টাকা। মোট ২০ লক্ষ টাকা সন্দীপের হাতে তুলে দেন বলে দাবি করা হয়েছে। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনপ্রতিনিধির পদ হারান রূপা মণ্ডল। তবে ওই বছরই কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ পদে বসেন সন্দীপ ব্যানার্জি। কার্যত তখন থেকেই চাকরি পাওয়ার আশা হারাতে থাকেন রূপা মণ্ডলের পরিবার। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালের জুলাই মাসে রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হলে চাকরি পাওয়ার আশা পুরোপুরি হারান রূপা মণ্ডলের পরিবার। এরপর থেকেই দেওয়া ২০ লক্ষ টাকা সন্দীপের কাছে ফেরত চান রূপা মণ্ডল ও তাঁর স্বামী ধর্মদাস চক্রবর্তী। সন্দীপ প্রথমে ওই টাকা দিচ্ছি, দেব করলেও পরবর্তীতে পাল্টা ধর্মদাসকে হুমকি দিতে শুরু করে বলে অভিযোগ। এতেই মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেন ধর্মদাস। রবিবার দুপুরে আচমকাই তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। স্ত্রী রূপা মণ্ডল তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের কাছে ধার করে এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সন্দীপ ব্যানার্জিকে ওই বিপুল পরিমাণ টাকা তাঁরা দিয়েছিলেন। সন্দীপ সেই টাকা ফেরত না দেওয়ায় নিজের জমি বিক্রি করতে হয়েছে। আর তাতেই স্বামী ধর্মদাস মণ্ডলের মানসিক অবসাদ আরও বৃদ্ধি পায়। কোতুলপুর থানায় সন্দীপ ব্যানার্জির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান মৃত ধর্মদাস চক্রবর্তীর ছেলে। আর তারপর থেকেই বেপাত্তা হয়ে যায় অভিযুক্ত সন্দীপ ব্যানার্জি।

প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বর্ধমান জেলা পরিষদের সামনে বিক্ষোভ ও ঘটনার প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার এবং জেলা পরিষদের অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষরা এবং সমস্ত সরকারি দপ্তরের কর্মচারীরা। তাদের দাবি, বেশ কিছু সোশ্যাল মিডিয়াতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে অপপ্রচার করা হচ্ছে সেটা বন্ধ করতে হবে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী রাজনৈতিক দল অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সভা। রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি এবং সম্পাদক জানান, যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী নাম করে অপপ্রচার করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আগে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে চাইছেন দোষীর ফাঁসি হোক। তার শাস্তির দাবিতে আন্দোলন করছেন। আর অন্যদিকে বিরোধীদল বিভিন্ন জায়গায় অপপ্রচার করে চলেছে।

শ্লীলতাহানির অভিযোগ, বৃদ্ধকে বৈদ্যুতিন খুঁটিতে বেঁধে মারধর: মহিলাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে এক বৃদ্ধকে বৈদ্যুতিন খুঁটিতে বেঁধে বেধড়ক মারধর জনতার। হিঙ্গলগঞ্জের ভাইরাল ভিডিও ঘিরে ছড়ালো চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ থানার গোবিন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালির বাঁধ এলাকায়। সোমবার সকাল থেকে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা গেছে বৈদ্যুতিন খুঁটিতে এক ৬৫ বছরের বৃদ্ধকে বেঁধে মারধর করছে স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদমাধ্যম। জানা গিয়েছে, বৃদ্ধের নাম দীনেশ মণ্ডল। তিনি অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী।

বন্‌ধ প্রত্যাহার করার পরেও বাসে আগুন ধরানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বন্‌ধ প্রত্যাহার করার পরেও বাসে আগুন ধরানোর অভিযোগ উঠল বন্‌ধ সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ঘটনা চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের দৌলতপুর এলাকার ঘটনা।

উল্লেখ্য, আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণ ও পরবর্তীতে খুনের চেষ্টার ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার ১২ ঘণ্টার বন্‌ধ ডেকেও পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল আদিবাসী যৌথ মঞ্চের তরফে। কিন্তু এদিন কালনাগামী একটি সরকারি বাস দৌলতপুর এলাকায় পৌঁছতেই বন্‌ধ সমর্থনকারীরা যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বাসটিতে এবং পরবর্তীতে এসে বাসটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বংশীহারী থানার পুলিশ। অন্যদিকে, খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে ওই সরকারি বাসের কন্ডাক্টর জানান, 'প্রায় ২০ জন যাত্রী নিয়ে গঙ্গারামপুর থেকে কালনার উদ্দেশ্যে সকালে গাড়ি ছেড়েছিল। দৌলতপুর পার হতেই বন্‌ধ সমর্থনকারীরা গাড়ি আটকে দেয়। আমরা বন্‌ধ সমর্থনকারীদের বলেছিলাম বন্‌ধ তুলে নেওয়া হয়েছে। এরপরও তারা কোনও কথা না শুনেই গাড়িতে ভাঙচুর চলায় এবং পরবর্তীতে আগুন লাগিয়ে দেয়।' এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বংশীহারী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

মেরামত হয়নি রাস্তা, জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রশাসনের আশ্বাস মতো শুরু হয়নি কাজ তাই এবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো কাঁকসার রাজবাঁধের বাসিন্দারা।

কাঁকসার রাজবাঁধে বেহাল জাতীয় সড়ক মেরামতের দাবিতে রবিবার সার্ভিস রোড অবরোধ করেছিলেন স্থানীয়রা। সেই অবরোধ তুলতে গিয়ে প্রশাসন সোমবার সকাল ১০টা থেকে কাজ শুরু করার আশ্বাস দিলেও আশ্বাস মতো কাজ শুরু না হওয়ায় সোমবার ফের আন্দোলনে নামে স্থানীয়রা। তবে এবার রাজবাঁধে জাতীয় সড়কের দুই ধারে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের দাবি সোমবার সকলেও একটি টোটো যাত্রী নিয়ে রাজবাঁধ বাস স্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছতেই সার্ভিস রোডের উপর সৃষ্টি হওয়া গর্তের ওপর জল জমে থাকায় রাস্তার গর্ত বুঝতে না পেরে যাতায়াত করতে গিয়ে জলের মধ্যেই টোটো উল্টে যায়। বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়। তাই যতক্ষণ না প্রশাসন বা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সার্ভিস রোড মেরামতের কাজ শুরু করছে ততক্ষণ তারা রাস্তা অবরোধ চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন। অন্যদিকে স্থানীয়দের অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে আসানসোল ও কলকাতাগামী দুই দিকের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। এদিন পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দেন এই বিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা দ্রুত কাজ শুরু করবে। প্রায় ১ ঘণ্টা অবরোধ চলার পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠিয়ে নেন বিক্ষোভকারীরা।

আসানসোলে জেলাশাসক অফিস ঘেরাও বিজেপির পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে দফা এক দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। এই দাবিতে পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের অফিস ঘেরাও জেলা বিজেপির। সোমবার আসানসোলের বিএনআর মোড় রবীন্দ্রভবন থেকে মিছিল করে জেলাশাসকের অফিসের সামনে এসে পৌঁছয় বিজেপির মিছিল। জেলা শাসকের দপ্তরের বেশ কিছুটা দূর থেকে পুলিশের ত্রিস্তরিও ব্যারিকেডে আটকে যায় বিজেপি কর্মীরা। গার্ডরেল দিয়ে আটকানোর চেষ্টা পুলিশের। সকাল থেকেই এই চত্বরে মোতায়ন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ব্যারিকেড টপকে জেলাশাসক অফিসের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পুলিশ বিজেপি সমর্থকদের আটকে দেয়।

e-Tender Notice

e-Tender are invited by the Prodhan Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia. NIET No: WB/NADIA/BETHUADAHARI-I GP/NIET-06/OSR/2024-25. Memo No: 363/BTY-I. Dated: 02/09/2024. Bid submission closing date: 14/09/2024 at 5 P.M. (may be very as per availability of slot e-tender site). Technical Bid open: 17/09/2024 after 2 PM.
For more details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia.

OFFICE OF THE COUNCILLORS
BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs
Kolkata 700144

NOTICE

Quotations are invited from reputed Supplier/Agency for Supply of Electrical materials for different wards under Baruipur Municipality, vide **NIQ 11/BM/Qtn/Elec Last date: 09.09.2024 up to 2 PM.** Details information may be obtained during office hours **11 AM - 5 PM.** Website: **www.baruipurmunicipality.Org.in**

By Order/-
Executive Officer, B.M.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-এজেড-পিআরডিজি-টিএকে, তারিখ ৩০.০৮.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং এসডিএসটিই-এলএইচএস- এজেড-পিআরডিজি- টিএকে-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** কর্মসূচি 'ক' (শিডিউল এ) ঃ হাওড়া ডিভিসনে কাটোয়া-আজিমগঞ্জ শাখায় আজিমগঞ্জ ও পোড়াডাঙ্গার মধ্যে কিমি ১৭৮/২-৪-এ এলসি গেট নং ২৯/বি/টি-র অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ। কর্মসূচি 'খ' (শিডিউল বি) ঃ হাওড়া ডিভিসনে তারকেশ্বর স্টেশনে লাইন নং. ৪ (পিএফ - নং. ৩) কে কমন লুপ পরিবর্তন। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৩৯,১৭,২৭২.৯৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,১৯,৬০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৩৪ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৯.০৯.২০২৪। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www. ireps.gov.in** HWH-258/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/247/24-25 Dated 02.09.2024	Construction of surface drain at Devaloke Aqua Greens project at ward no 22, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 6,32,746.00

Bid Submission end date: **11.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Simlapal Gram Panchayat
P.O.-Simlapal, Dist.-Bankura

e-NIT No-06/SGP/2024-25 and Memo No. Sim/175 Dated 02.09.2024 and NIT-07/SGP/2024-25 Memo No. Sim/176 Dated 02.09.2024

It is here invited e-Tender and Tender by the Pradhan, Simlapal Gram Panchayat for the schemes under **5th SFC and 15th CFC** fund. Last date of dropping **10.09.2024 at 05.00 PM** and will be available from the office of the under signed in working days and the website **www.wbtenders.gov.in** / Bankura.gov.in

Sd/-
Pradhan
Simlapal Gram Panchayat

WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION
18, SAROJINI NAIDU SARANI
KOLKATA-700 017

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tender is invited for development of Website of the Commission.
Details available at https://wbtenders.gov.in.
Tender ID: **2024_WBSEC_742986_1**
Last date and time of submission of BID 09.09.2024 up to 2 PM.

Secretary
West Bengal State Election Commission

TENDER NOTICE

The building contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4 Residential Building with 8 Nos. of flats of Ranjana Co-operative Housing Society limited, having its Plot at Premises no. 22-0937,Plot No. AA-IIIG-2190, Action Area - IIIG, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (7 days gap from the date of publication) at **BOX No : T-0309/2024-25** of newspaper **EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd.1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata -700001,** The Selection Process is the discretionary part of the society.

NOTICE INVITING e-Tender

e-tender is hereby invited on behalf of the Pradhan Bishpur GP for 03(Three)nos . Work vide e-tender notice no- **NIT-08/BGP/2024-25 dated 02/09/2024**, Bid Submission start date- **03.09.2024** and bid submission end date **09.09.2024**. For detail please visit **http://wbtenders.gov.in** and contact Bishpur GP office.

SD/-
Prodhan
Bishpur GP

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-06/2024-25, Sl. 1-2, (1st Call), WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-07/2024-25, Sl.-1-2, (1st Call) & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-01/2024-25, Sl.-1, (2nd Call), WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-02/2024-25, Sl.-1-2, (2nd Call), Date-02.09.2024. Bid Submission Start Date : **03-09-2024 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **10-09-2024 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **12-09-2024 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

Office of the Councillors
DUBRAJPUR MUNICIPALITY
P.O.- Dubrajpur, Dist- Birbhum
AUCTION NOTICE

Sealed auction is invited by the undersigned from bonafied, experienced agencies for the following:-
1. NIeA No: Memo No - 1174/DM/2024 DT:- 08.08.2024. with corrigendum noticel & corrigendum notice 2. Submission end date(On-Line) **11.09.2024 up to 17.00 hrs.** Approval start date for bidder : **13.09.2024 from 10.00 hrs.** Approval end date for bidder : **17.09.2024 up to 17.00 hrs.** Auction start date : **20.09.2024 from 10.00 hrs.** Auction end date: **20.09.2024 up to 17.00 hrs.**
Details are available at the office of the undersigned on any working day or at website **"https://eauction.gov.in".**

Sd/- Chairman
Dubrajpur Municipality, Birbhum

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting Tender

Sealed tender are invited from the all benefited agencies for execution of following works under BIJUR-II G.P.area. **1. Memo no. 320/Bijur-II/2024, Tender no.- 05/ Bijur-II /2024-25. 2. Memo no. 321/Bijur-II/2024, Tender no.- 06/ Bijur-II /2024-25, Dated-02/09/2024.** Closing date and time of Bid Submission-**10/09/2024 up to 5.30 P.M.** Please see details at Gram Panchayat Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 277 (23-24)/24-25 & 97/2024-2025 Dated- 31-08-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **03-09-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **14-09-2024 upto 3.00 pm**

Date: 02.09.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
E-TENDER NOTICE

1) Name of the Work: Improvement of Illumination at Corridor and Toilet Blocks at Sidhu Kanho Indoor Stadium, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-31/24-25
Tender ID : 2024_MAD_743147_1 • Estimated Amount : 3,05,072/-
2) Name of the Work: Construction of Guard Wall at Dasarath Seba Sangha in Kururia Dangha, within Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-124/24-25
Tender ID : 2024_MAD_743130_1 • Estimated Amount : 1,80,377/-
3) Name of the Work: Construction of Bituminous Road at Sampriti Park from Vabatarini Mandir to Bhattacharjee House within Ward No.- 26, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-123/24-25
Tender ID : 2024_MAD_743106_1 • Estimated Amount : 4,62,985/-
Last Date : 12th September 2024, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড
CIN : L65993WB1970PLC027781
রেজি অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৯ম তল), কলকাতা - ৭০০ ০১৬,
ফোন নং (০৩৩) ২২৮৭-৯৩৫৯/৯৩৬০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৭-২০৪৭
ইমেল : **unitedcreditltd@gmail.com**, ওয়েবসাইট : **www.unitedcreditltd.com**

৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট অফ তারিখ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেডের সদস্যগণের ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা বুধবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বেলা ১১ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিডিও মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে ৫৩তম এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের নিমিত্ত সাধারণ সার্কুলার ০৯/২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ (পরবর্তীতে সংযুক্তভাবে 'সার্কুলার' হিসেবে উল্লিখিত) এবং অন্যান্য সকল প্রযোজ্য আইন মোতাবেক অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

এজিএম নোটিশ এবং২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরিজ বা রেজিস্ট্রার্ড অ্যান্ড শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি ("আরটিএ") নিকট অর্থাৎ সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা.) লি-এর নিকট ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে নথিভুক্ত রয়েছে। সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে এজিএম নোটিশ এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.unitedcreditltd.com**, এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট : **www.bseindia.com**, **www.cse-india.com** এবং নোটিশ পাওয়া যাবে সিডিএসএল এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** থেকেও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান মেনে প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সাথে পঠিত, কোম্পানি সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে যাতে তারা তাদের ভোট দিতে সক্ষম হয়। সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর মাধ্যমে ৫৩ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত ব্যবসার সেট-আউটের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেয়। ৫৩তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসা শুধুমাত্র ই-ভোটিং দ্বারা লেনদেন করা হবে। শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (দিনের শেষ) এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং অক্ষম করা হবে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি ৫৩ তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (দিনের শেষ) শেয়ার ধারণ করেন তিনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com,** সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা.) লি., কোম্পানির আরটিএ **rta@cbmsl.com**-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যেসকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ আবার ই-ভোট করার অধিকারী হবেন না৷ যে সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগ দিচ্ছেন এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং, এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী ৫৩তম এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা কোম্পানি/আরটিএ-তে তাদের ইমেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ম্যান্ডেট নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে **rta@cbmsl.com**এ কোম্পানির আরটিএ-এর সাথে যথাযথভাবে ফাইল করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর ১ জমা দিতে। সদস্যরা কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.unitedcreditltd.com** বা আরটিএ-এর ওয়েবসাইট **www.cbmsl.com** থেকে নির্ধারিত ফর্মগুলি ডাউনলোড করতে পারেন। ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, যারা তাদের ইমেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ম্যান্ডেট নিবন্ধন/আপডেট করেনি তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং তাদের ডিপির দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী নিবন্ধন/আপডেট করুন। ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার (সিডিএসএল), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব) মুম্বই - ৪০০০১৩ কাছে পাঠাতে পারে অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল পাঠান বা ১৮০০ ২১ ০৯৯১১ নম্বরে কল করুন।

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দীপালি গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি
(মেম্বারশিপ নং এ৬৫৬৫২)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/228/24-25 Dated 28.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Kalyan Samiti Club, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/229/24-25 Dated 28.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Kalitala near Ward Office, Ward Number 30, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/241/24-25 Dated 31.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Shimultala Agragami Play Ground at Ward Number 08, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/242/24-25 Dated 31.08.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Jagannathpur Adarsha Balak Sangha Club at Ward Number 08, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00

Bid Submission end date: **10.09.2024 at 11-00 hrs.**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৩২৮৫৮২, তারিখ ২৬.০৮.২০২৪। অ্যাসিস্ট্যান্ট এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউস কিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দফার বিভাগ ঃ** কালেকশন অ্যান্ড ডিসপোজাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস- সংগ্রহ, উত্তোলন, পরিবহন, খালাস, আবর্জনার পৃথকীকরণ, বিবিধ অপসারণ পদ্ধতি; শুষ্ক বর্জ্য। **বর্জ্য সংগ্রহের ঠিকানা ঃ** হাওড়া কলোনি এলাকা। **বর্জ্য যে স্থানে অপসৃত করতে হবে ঃ** হাওড়া বেলগাছিয়া ভ্যাট। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ** ২৩,৩১,৫৭৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **প্রদেয় বায়না অর্থ রাশি ঃ** ৪৬,৭০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০৩ বছর। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৯০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময় ঃ** ১৬.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ১৬.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনা ঃ** হ্যাঁ প্রয়োজনীয়। **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **নতুন উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়ে, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। * যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ** নয়। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট বিড। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের সময় অনুমোদিত ঃ** ২ দিন। **মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** সম্পূর্ণ মূল্যের ওপর মূল্যায়ন। **অর্থনৈতিক নথিতে মূল্য ভেঙে দেখাতে হবে কিনা ঃ** হ্যাঁ। **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ই-পিবিজির শতকরা (%) ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য মেয়াদকাল (মাস) ঃ** ৩৮।

HWH-259/24-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/243/24-25 Dated 31.08.2024	Construction of Proposed Concrete slab over existing surface drain from Kather Bari to Asis Taru Paul house under Ward No.-28 of Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,33,470.00
WBMAD/ULB/ RSM/244/24-25 Dated 31.08.2024	Eucalyptus Pilling beside Durgapally Khatal, Ward No.-31 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,22,584.00
WBMAD/ULB/ RSM/246/24-25 Dated 31.08.2024	Reparing of Bats Consolidation Road from Swarnakarpara more to Sitala mandir at Buribattala Road in Ward No.15 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.4,82,600.00
WBMAD/ULB/ RSM/248/24-25 Dated 02.09.2024	Construction of Concrete Road at Subhas Nagar More to Kali Mandir in Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,89,289.00
WBMAD/ULB/ RSM/249/24-25 Dated 02.09.2024	Construction of Concrete Road at Dhamaitala Sardar Para near H/O Bapi Sardar to H/O Boko Sardar in Ward No-25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,61,788.00

Bid Submission end date: **11.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

ময়দান

YEKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 85, KOLKATA, TUESDAY
3 SEPTEMBER 2024, PAGE 8

কলকাতা ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪

যোগীরাজ্যে ছোটদের ডার্বি জিতল বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড কাপের ফাইনালে সিনিয়র দলের হারের হতাশা কাটিয়ে দিল মোহনবাগানের জুনিয়র দল। সোমবার লখনউয়ে 'চিফ মিনিস্টার্স কাপ'-এ ইস্টবেঙ্গলকে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়ে দিল তারা। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল ১-১। টাইব্রেকারে ইস্টবেঙ্গলের আদিত্য পাত্রের দু'টি সেভেও কাজ হল না। কারণ ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার বাইরে মারলেন। একজনের শট বাঁচিয়ে দিলেন মোহনবাগানের গোলকিপার।

ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে জিতেছিল মোহনবাগান। দুই ক্ষেত্রেই মোহনবাগানকে জিতিয়েছিল গোলকিপার বিশাল কাইথের হাত। কিন্তু ফাইনালে নর্থইস্টের কাছে হেরে ট্রফি জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়। এ দিন জুনিয়র দলের গোলকিপার মাত্র একটি সেভ করেন। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের তন্ময় এবং বিষ্ণু বাইরে বল মারায় মোহনবাগানের কাজ সহজ হয়ে যায়।

কেডি সিংহ স্টেডিয়ামে নতুন ফ্লাডলাইট বসানোর পর কলকাতা ডার্বি আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু মাঠের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। জায়গায় জায়গায় ঘাস ছিল না। কিছু জায়গায় ঘাসও বেশ বড় বড় ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই ফুটবলারেরা খুব গা লাগিয়ে খেলেননি। গোটা ম্যাচেই তা বজায় ছিল। দুই প্রধানেরই বেশ কিছু ফুটবলার আইএসএলে খেলবেন। ইস্টবেঙ্গলের সামনে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের খেলাও রয়েছে। তাই কেউই অহেতুক ঝুঁকি নিয়ে চোট পেতে চাননি। ফলে কলকাতা ডার্বি যতটা আকর্ষণীয় হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি।

ম্যাচের আগে মাঠের অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, এই মাঠে ভাল খেলা হওয়া সম্ভব নয়। ঠিক সেটাই হয়েছে। শুরু থেকেই দু'দল সাবধানী ফুটবল খেলার দিকে নজর দিয়েছে। দু'দলই বল নিয়ন্ত্রণে রাখ ার চেষ্টা করছিল। ধীরে ধীরে মোহনবাগান আগ্রাসী খেলা শুরু করে। তার মাঝেই হীরা মণ্ডল মোহনবাগানের বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন। তবে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি।

১৮ মিনিটে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। এ ক্ষেত্রে দোষ প্রাপ্য ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের। বক্সের বেশ খ ানিকটা দূরে ফ্রিকিক পেয়েছিল মোহনবাগান। সেখান থেকে সালাউদ্দিনের ভাসানো বলে চকিতে এগিয়ে এসে গোল করেন সুহেল ভাট। এর পরেই কর্নার ফ্ল্যাগের সামনে গিয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো উচ্ছ্বাস করেন তিনি। আচমকা গোল খেয়ে কিছুটা হতবাক হয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল।

সুহেলের একটি পেনাল্টি আবেদন নাকচ হয়। মোহনবাগান আগ্রাসী খেলতে শুরু করলেও ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ জমাট ছিল। তবে দু'দলের ফুটবলারদের মধ্যে কিছুটা গা-ছাড়া মনোভাব দেখা যাচ্ছিল। সে কারণে আর গোল হয়নি।

বিরতিতে লম্বা ভাষণ দেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তার পরে ভাষণ দেন সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার (এআইএফএফ) সভাপতি কল্যাণ চৌবেও। ফলে নির্ধারিত ১৫ মিনিটেরও বেশ কিছুটা পরে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়।

শুরুতে আরও এক গোলে এগিয়ে যেতে পারত মোহনবাগান। তবে নিঙ্গোবামের শট বারের উপর দিয়ে উড়ে যায়। গোলের লক্ষ্যে প্রথমার্ধে পরিবর্ত হিসাবে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নামিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ বিনো জর্জ। ৭১ মিনিটে সমতা ফেরায় ইস্টবেঙ্গল। বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের ড্রিবল করে বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন আমন। সেখান থেকে তাঁর মাপা ক্রসে গোল করেন মহম্মদ আশিক।

এর দশ মিনিট পরে দশ জনে হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। পর পর দু'টি হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন সায়ন। পরের দিকে বেশ কয়েক বার দুই প্রধানই আক্রমণে উঠেছিল। তবে কেউই গোল করতে পারেনি। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি।

টাইব্রেকারে প্রথম শটই বাইরে মারেন তন্ময়। মোহনবাগানের হয়ে গোল করেন সার্তো। দ্বিতীয় শটও নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল। বাইরে মারেন পি ভি বিষ্ণু। মোহনবাগানের শিবাজিতের শট বাঁচিয়ে দেন আদিত্য পাত্র। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন মুশারফ। মোহনবাগানের হয়ে গোল অভিষেকের। ইস্টবেঙ্গলের এক ফুটবলারের শট বাঁচিয়ে দেন মোহনবাগানের গোলকিপার। পঞ্চম শটে গোল করে মোহনবাগানকে জেতান টাইসন সিংহ।

লজ্জায় পাকবাহিনী, ইতিহাস থেকে ১৪৩ রান দূরে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ১০ উইকেটে জিতে ইতিহাস তৈরি করেছে বাংলাদেশ। সেই ইতিহাসকে চিরস্মরণীয় করে রাখ তে চাইছেন নাজমুল হোসেন শান্তরা। ২২ গজের মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছেন শান মাসুদেরা। মঙ্গলবার দরকার শুধু ১৪৩ রান।

দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের ২৭৪ রানের জবাবে বাংলাদেশ করে ২৬২ রান। ঘরের মাঠে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি পাকিস্তান। ১৭২ রানে মাসুদদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশের জয়ের লক্ষ্য ১৮৫। সোমবার খেলা বন্ধ হওয়ার সময় শান্তদের দ্বিতীয় ইনিংসের রান কোনও উইকেটে না হারিয়ে ৪২। দ্বিতীয় টেস্টে জয় থেকে ১৪৩ রান দূরে বাংলাদেশ। হাতে ১০ উইকেট। লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব নয়। পাকিস্তান হার বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা করবে নিশ্চিত। তবু পঞ্চম দিনের পিচে পড়ে থাকতে পারলে জয় আসতেই পারে।

দ্বিতীয় টেস্টের আবহ বার বার বদলেছে। কখনও পাকিস্তানের দিকে ম্যাচ ঝুঁকেছে। আবার কখনও বাংলাদেশের দিকে। দু'দলের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়েছে রাওয়ালপিন্ডির আকাশ। বৃষ্টির জন্য প্রথম দিন এক বলও খেলা হয়নি। সোমবারও শেষ দু'ঘণ্টার খেলা ভাসিয়েছে বৃষ্টি। বাংলাদেশকে আশঙ্কায় রেখেছে আকাশ। সেই আকাশই আবার পাকিস্তানকে আশায় রেখেছে। বলা হয়, ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা। পাকিস্তান-বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্টের শেষ দিনে ভরা অনিশ্চয়তা।

এ বারের সফরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের মাটিতে প্রথম টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছে বাংলাদেশ। প্রথম সিরিজ জয়ের অপেক্ষায় বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা। ক্রিকেটারেরাও দাঁড়িয়ে আছেন ইতিহাসের দরজায়। রাওয়ালপিন্ডির মাটিতে টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানকে চুনকাম করতে পারলে নতুন গতি পেতে পারে ওপার বাংলার ক্রিকেট। পেতে পারে নতুন দিশা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বলার মতো সাফল্যের খোঁজে থাকা ১৭ কোটি বাংলাদেশির স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে স্নায়ুর চাপ থাকতে পারে ক্রিকেটারদের উপর। নিশ্চিত ভাবে বেশি চাপে থাকবেন বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানেরা। ক্রিকেটীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস, সাফল্য সব কিছুতেই অনেক এগিয়ে পাকিস্তান। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে সিরিজ হারতে হলে লজ্জায় পড়তে হবে। পাকিস্তানের চাপ বেশি কারণ, তাদের উভয় সঙ্কট। দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হলেও সিরিজ হারতে হবে তাদের। হারলে তো কথাই নেই। মুখ রক্ষার একমাত্র উপায় জয়।

রাওয়ালপিন্ডির ২২ গজে প্রথম ইনিংসে ২৬ রানে বাংলাদেশের ৬ উইকেট তুলে নিয়েও লাভ হয়নি। লিটন দাস এবং মেহদি হাসান রিমাজের চওড়া ব্যাটে বদলে গিয়েছিল খেলার রং। প্রথম টেস্ট জয়ের পর বাংলাদেশের দলটা অনেক বদলে গিয়েছে। অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। আগ্রাসী। দেশের পরিস্থিতি হয়তো শান্তদের আরও সংঘবদ্ধ করেছে। বদলে যাওয়া শান্তদের সামলাতে পারছে না নানা কলহে জর্জরিত পাকিস্তান দল।

দ্বিতীয় টেস্টেও হারের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মাসুদেরা হয়তো শাহিন আফ্রিদির মতো স্ট্রাইক বোলারকে না খেলানোর ক্ষতি বুঝতে পারছেন। কিন্তু মেনে নেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। মঙ্গলবার কোণঠাসা এই পাকিস্তানকেই চেপে ধরতে মরিয়া বাংলাদেশ। মাসুদের বোলারেরা কি পারবেন ১০ উইকেট তুলে নিতে। অসম্ভব না হলেও কঠিন। আর এক এক করে ১৪৩ রান করে ফেলতে পারলেই খেলা শেষ।

নতুন ইতিহাস খেলা হবে দু'দেশের ক্রিকেটে। বাংলাদেশের গর্বে লজ্জিত হবে পাকিস্তান! আরও এক বার।

রোনালদোর ইউটিউব চ্যানেলে অতিথি হয়ে আসছেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুজনই ক্রীড়াজগতের বড় তারকা। দুজনের নামের পাশেই প্রতিনিয়ত যোগ হয় রেকর্ড। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো বল পায়ে গোলের পর গোল করেন, বিরাট কোহলি ব্যাট হাতে হয়ে ওঠেন 'রান মেশিন'। রোনালদো, কোহলি যদি একসঙ্গে কোথাও যোগ দেন, তাহলে রেকর্ড বইয়ে যে বড় ঝড়ই উঠবে, সেটা বোধ হয় না বললেও চলে।

কিন্তু রোনালদো একজন ফুটবলার আর কোহলি একজন ক্রিকেটার। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, দুজনের একসঙ্গে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গ আসছে কেন? ধন্দে পড়ার কোনো কারণ নেই। রোনালদো বা কোহলি নিজ নিজ খে লা ছেড়ে অন্য কোথাও যাচ্ছেন না। বরং দুই তারকা প্রথমবারের মতো একসঙ্গে হাজির হচ্ছেন অনলাইন আড্ডায়। সেই আড্ডা নেট,দুনিয়ায় আগুন ধরাবে বলে এরই মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে কোহলির আইপিএল দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

সম্প্রতি 'ইউআর ক্রিস্টিয়ানো' নামে ইউটিউব চ্যানেল খুলেছেন রোনালদো, যা সামনে নিয়ে এসেছেন গত ২১ আগস্ট। চ্যানেলটি উন্মুক্ত হওয়ার পর থেকেই সাবসক্রাইব করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন পর্তুগিজ তারকার ভক্তরা। প্রথম দিনেই অনুসারীর সংখ্য া পৌঁছায় ১ কোটি ৯৭ লাখে, যা নাম লিখিয়েছে গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে।

সেখানেই থেমে নেই। হু হু করে বেড়েই চলছে রোনালদোর চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার। বাংলাদেশ সময় আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত 'ইউআর ক্রিস্টিয়ানো' ইউটিউব চ্যানেলে সাবসক্রাইবারের সংখ্যা ৫ কোটি ৫২ লাখ ছাড়িয়েছে। চ্যানেলটিতে তিনি এখন পর্যন্ত ২৭টি ভিডিও আপলোড করেছেন।

নতুন এ চ্যানেলে প্রথম দিনই প্রেমিকা জর্জিনা রদ্রিগেজকে নিয়ে ভিডিও শেয়ার করেছেন রোনালদো। এর এক সপ্তাহ পর সাবেক ইংলিশ ফুটবলার রিও ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে আড্ডার একটি ভিডিও প্রচার করেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকা। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভিডিও দিয়ে নিজের অজানা দিক ও জীবনযাপন তুলে ধরছেন তিনি।

তবে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটি পোস্ট নতুন করে হইচই ফেলে দিয়েছে। দলটির পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি ভিডিও সেটআপে রোনালদোর পাশে বসে আছেন কোহলি। একে অন্যজনের দিকে তাকিয়ে। ছবির ক্যাপশনে তারা লিখেছে, 'বিরাট কোহলি অ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো গু গোট (সর্বকালের সেরা) স্কয়ার। এটা মিস করার সাহস আছে? এ জুটি ইন্টারনেটে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের সামনে রাখা মাইক্রোফোন দুটিতে রোনালদোর ইউটিউব চ্যানেলের লোগো। পেছনে রোনালদোর দুটি জার্সি (একটি আল নাসরের, আরেকটি পর্তুগালের)। এর অর্থ, রোনালদোর ইউটিউব চ্যানেলে অতিথি হচ্ছেন কোহলি। তবে দুই তারকার কথোপকথনের ভিডিও কবে আসবে, সেটা জানায়নি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ধারণা করা হচ্ছে, প্রতি বুধবারের সূচি মেনে ৪ সেপ্টেম্বর আসতে পারে বহুল কাঙ্ক্ষিত ভিডিওটি।

বর্তমানে রোনালদোর চ্যানেলে সর্বোচ্চ ভিউপ্রাপ্ত ভিডিওটি ৪ কোটি ৮০ লাখবার দেখা হয়েছে। রোনালদো-কোহলি যুগলবন্দীর ভিডিও যে এটি অনায়াসে ছাড়িয়ে ইন্টারনেটে ঝড় তুলবে, এ নিয়ে কারও মনে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

প্যারালিম্পিক্সে দ্বিতীয় সোনা ভারতের, ব্যাডমিন্টনের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন নীতেশ কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে দ্বিতীয় সোনা এল ভারতে। পুরুষদের ব্যাডমিন্টনের সিঙ্গলসে এসএল থ্রি ইভেন্টে সোনা জিতলেন নীতেশ কুমার। ফাইনালে তিনি গ্রেট ব্রিটেনের ড্যামিয়েল বেথেলকে হারালেন ২১-১৪, ১৮-২১, ২৩-২১ ব্যবধানে। সব মিলিয়ে নবম পদক জিতল ভারত। ব্যাডমিন্টনে প্রথম পদক এল।

নীতেশকে নিয়ে প্রথম থেকেই সোনার পদকের প্রত্যাশা ছিল। অলিম্পিক্সের এসএল থ্রি বিভাগে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ছিলেন শীর্ষ বাছাই। ফাইনালে তাঁকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন দ্বিতীয় বাছাই ব্রিটেনের বেথেল। প্রথম গেমে শুরু

থেকেই আগ্রাসী ছিলেন নীতেশ। তেমন একটা সুবিধা করতে পারেননি ব্রিটিশ খেলোয়াড়। ২১-১৪ ব্যবধানে জিতে এগিয়ে যান ভারতীয়। দ্বিতীয় গেমেও ভাল শুরু করেছিলেন নীতেশ। একটা সময় ১৬-১৩ ব্যবধানে এগিয়েও যান। কিন্তু তার পরই ছন্দপতন হয় তাঁর। একাধিক আনফোর্ডস এরর করেন। সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি বেথেল। শেষ পর্যন্ত ২১-১৮ ব্যবধানে জিতে সোনার পদকের লড়াইয়ে সমতা ফেরান তিনি।

১-১ হওয়ার পর তৃতীয় গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় দু'জনের। পাল্লা দিয়ে পয়েন্ট জিতেছেন দুই প্রতিপক্ষ। খুব বেশি লিড নিতে পারেননি কেউই। একটা সময় স্কোর ছিল ২১-২১। শেষে বাজিমাত করলেন নীতেশ। পর পর ২ পয়েন্ট জিতে গেম, ম্যাচ এবং সোনার পদক ছিনিয়ে নিলেন। রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল বেথেলকে। নীতেশের জয়ের ফলে ভারতের ঝুলিতে এল ২টি সোনা, ৩টি রুপো এবং ৪টি ব্রোঞ্জ। প্যারালিম্পিক্সের পদক তালিকায় ২২ নম্বরে রয়েছে ভারত।

সিএএবির আম্পেয়ারিং নিয়ে অভিযোগ বহুদিনের। বেশি বলে খেলানো বা ইচ্ছাকৃত ভাবে আউট দিয়ে কোন দলকে হারিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ছিল ভুরি ভুরি। কিন্তু যবে থেকে প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী সিএবির আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন তবে থেকে এই অভিযোগ এখন ওঠেনা বললেই চলে। আম্পেয়ার রা যাতে সঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তার জন্য বিসিসিআইয়ের গাইডলাইন মেনেই সিএবি শুরু করে দিয়েছে আম্পায়ারদের জন্য কর্মশালা। সিএবির আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিত্ ব্যানার্জীর উদ্যোগে আয়োজিত হল এই কর্মশালা। উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, বীরভূমে মোট ৬০ জন জেলা আম্পায়ার এই কর্মশালায় যোগ দেন। এরপর ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুর ও শিলিগুড়িতে হবে কর্মশালা। সেখানেই হাজির থাকবেন প্রসেনজিত্ ব্যানার্জী। বিসিসিআই আম্পায়ার ও সিএবি সিনিয়র আম্পায়াররা কর্মশালায় শিক্ষাবিদ হিসেবে থাকবেন। সিএবি আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী বলেন, 'এই জেলা ধরে কর্মশালা শেষ হওয়ার পর, সিএবির আম্পায়ার কর্মশালা শুরু হবে। যা অনুষ্ঠিত হবে ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর। প্রায় ১৫০ জন সিএবি আম্পায়ার সেই কর্মশালায় যোগ দেবেন।'

লা লিগায় গোল করে এমবাপ্পে, 'সারা জীবনই গোল করেছি, ভবিষ্যতেও করব'

নিজস্ব প্রতিনিধি: লা লিগায় টানা তিন ম্যাচ গোলহীন থাকার পর চতুর্থ ম্যাচে এসে গোলের দেখা পেয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। আলোড়ন তুলে রিয়ালে যোগ দেওয়া এই ফরোয়ার্ড কাল রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে দুটি গোল করেছেন। বেতিসের বিপক্ষে রিয়ালের জয়ের ব্যবধানও ২-০।

ম্যাচের পর এমবাপ্পে বলেছেন, 'আমার মধ্যে যে চাপ ছিল, সেটা ছিল দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার। আমি সারা জীবনই গোল করেছি, ভবিষ্যতেও করব। গোল আসবেই। টানা তিন ম্যাচে গোল না পাওয়াটা আমার জন্য বড় ব্যাপারই ছিল। কিন্তু এমনটা হতেই পারে। আমার ওপর সতীর্থদের আত্মবিশ্বাস আছে।'

রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর এমবাপ্পের প্রথম ম্যাচ ছিল উয়েফা সুপার কাপে। গত মাসে আতালান্তার বিপক্ষে ম্যাচটিতে গোল করেছিলেন তিনি। কিন্তু লা লিগায় মায়োর্কা, রিয়াল ভায়াদোলিদ ও লাস পালমাসের বিপক্ষে গোলহীন ছিলেন এমবাপ্পে। চাপের কারণেই এমন হচ্ছে কি না প্রশ্নও শুনতে হয়েছিল এমবাপ্পেকে।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বেতিসের বিপক্ষে সেই চাপই উড়িয়ে দিয়েছেন ২৫ বছর বয়সী ফরাসি ফরোয়ার্ড। ম্যাচের ৬৭ মিনিটে গোল করেছেন ফেদেরিকো ভালভের্দের পাস থেকে। ৮ মিনিট পর নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলটি

করেন পেনাল্টি থেকে। ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে চাপ বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে এমবাপ্পে বলেন, 'কোনো চাপ নেই। এটাই ফুটবল। আমার সামর্থ্য আছে। আমি এখানে কিলিয়ান হতে এসেছি। কোনো চাপ নেই। আমি আনন্দিত। আমি কাজ করতে চাই।'

ম্যাচে গোল লক্ষ্য করে মোট ৯টি শট নিয়েছেন এমবাপ্পে। এরপরও গোলের দেখা পেতে ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। রিয়াল মাদ্রিদ টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রথম গোলের মুহূর্ত সম্পর্কে এমবাপ্পে বলেন, 'এটা দুর্দান্ত মুহূর্ত ছিল। ঐতিহাসিক এই স্টেডিয়ামে আমি গোলের অপেক্ষায় ছিলাম। সমর্থকেরা আমাকে দারুণ সহায়তা করেছে। এমনকি যখন গোল করিনি, তখনো।'

লা লিগায় চতুর্থ রাউন্ড শেষে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে রিয়াল মাদ্রিদ। ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। আর রিয়ালের মতো সমান পয়েন্ট নিয়েও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদ তিন এবং ভিয়ারিয়াল চারে অবস্থান করছে।

একসময়ের বিশ্বসেরা বোলার এখন হিসাবরক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুখ ভর্তি খোঁচা খে াঁচা দাড়ি, চোখে চিকন রিমের চশমা, পরনে ফরমাল শার্ট-প্যান্ট। বেশভূষা দেখলে যে কারও মনে হবে তিনি করপোরেট জগতের লোক। অথচ এই মানুষটিই এক সময় ছিলেন আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ বোলার, মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল, বোলিংয়ের সময় পরতেন হেয়ার ব্যান্ড, আম্পায়ারের কাছে আবেদন করতেন আগ্রাসী মেজাজে, উইকেট শিকারের পর করতেন বুনো উদ্ যাপন। সময়ের বিবর্তনে এখন আর তাঁকে যেন চেনার উপায় নেই।

তবে ছবি দেখার পর তাঁর নাম মনে পড়েছে নিশ্চয়ই! নাথান ব্র্যাকেন, অস্ট্রেলিয়ার সাবেক বাঁহাতি পেসার। দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও একটি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতা ব্র্যাকেন হাঁটুর চোটের কারণে ২০১১ সালে খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় জানিয়েছেন। দীর্ঘস্থায়ী চোটে ভুগতে থাকার পরও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) তাঁর যথাযথ পরিচর্যা করেনি;এমন অভিযোগ তুলে বোর্ডের বিরুদ্ধে মামলাও ঠুকে দিয়েছিলেন। এরপর নানা পেশা ঘুরে তিনি এখন সিডনিভিত্তিক একটি নির্মাণসামগ্রী প্রস্তুতকারক

কোম্পানির হিসাবরক্ষক।

ব্র্যাকেনের শিক্ষাগত যোগ্যতা একেবারেই কম নয়। যোগাযোগ বিষয়ে স্নাতক করেছেন। তাই বড় কোম্পানিতে চাকরি পেতে কোনো সমস্যা হয়নি। তবে স্নাতক শেষ করার পর ক্রিকেটের সঙ্গেই ছিলেন। অবসর-পরবর্তী জীবন শুরু করেছিলেন ধারাভাষ্যকার হিসেবে। এরপর কিছুদিনের জন্য কোচিংয়ে ঝুঁকে পড়েন। একসময় ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্য বিষয়ক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালনের পর এখন বোরাল কনক্রিট নামে সেই নির্মাণসামগ্রী প্রস্তুতকারক কোম্পানির হিসাবরক্ষকের দায়িত্বে আছেন।

মাঝে রাজনীতিতেও নাম লিখি য়েছেন ব্র্যাকেন। ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে প্রাথমিকভাবে পান মাত্র ৮.২০ ভোট। পরবর্তীতে যোগ দেন লিবারেল পার্টিতে, যারা বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সংসদের প্রধান বিরোধী দল। লিবারেল পার্টির প্রার্থী হিসেবেই গত বছর নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের দ্য এনট্রেন্স আসন থেকে নির্বাচনে দাঁড়ান। সেই ভোটেও তিনি হেরে যান।

৪৭ ছুঁই ছুঁই বয়সের জীবনে এখ ন পর্যন্ত ওই দুই জায়গাতেই হেরে গেছেন ব্র্যাকেন;নির্বাচন আর হাঁটুর দীর্ঘস্থায়ী চোট। এ দুটি অধ্যায় বাদ দিলে তিনি সত্যিকারের বিজয়ী। বর্তমানে স্ত্রী হ্যালি ব্র্যাকেন ও দুই সন্তান নিয়ে সুখী পরিবার তাঁর। থাকেন সেন্ট্রাল কোস্ট এলাকায়।

চোটাঘাত শরীরে জেঁকে না বসলে নিশ্চিতভাবেই ক্রিকেট ক্যারিয়ার লম্বা হতো ব্র্যাকেনের। তাহলে জীবনের গল্পটাও হয়তো আলাদা হতো। এই বয়সে এসে কোচ বা পরামর্শকের ভূমিকায় থাকতেন ক্রিকেটের সঙ্গেই।

২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিন সংস্করণ মিলিয়ে ১৪০ ম্যাচ খে লেছেন নাথান ব্র্যাকেন। নিয়েছেন ২০৫ উইকেট। তবে ওয়ানডেতেই সবচেয়ে কার্যকর বোলার প্রমাণিত হয়েছেন। গতির চেয়ে লাইন-লেন্থ ঠিক রেখে বুদ্ধিদীপ্ত ফিল্ডিং সাজিয়ে বল করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। বল সুইং করাতে পারতেন দুই দিকেই।

২০০৮ সালের জুলাইয়ে ড্যানিয়েল ভেট্টরিকে সরিয়ে প্রথমবারের মতো আইসিসি ওয়ানডে বোলারদের র্যা ঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠে আসেন ব্র্যাকেন। সে বছর জায়গা করে নেন আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ানডে দলেও। একই বছর বড় অঙ্কের অর্থ খরচ করে তাঁকে দলে ভিড়িয়েছিল আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কিন্তু বেরসিক চোট তাঁকে খেলতে দেননি। একই কারণে খে লতে পারেননি ২০০৯ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও।

চোট থেকে সেরে উঠতে দীর্ঘ সময় লাগায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ব্র্যাকেনের ওপর থেকে ধীরে ধীরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। একসময় তাঁকে উপেক্ষিত রেখে তরুণদের সুযোগ করে দেয়। এভাবেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে হারিয়ে যান একসময়ের বিশ্বসেরা বোলার ব্র্যাকেন।

তবে এর আগেই অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ (২০০৩ ও ২০০৭) ও একটি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি (২০০৬) জিতে ফেলেন। ২০০৭ বিশ্বকাপে গ্লেন ম্যাকগ্রা, শন টেইটদের সঙ্গে পেস আক্রমণে জুটি বেঁধেছিলেন। সেই জুটি প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের জন্য ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২০০৬ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনালের তাঁর দুর্দান্ত বোলিংয়েই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং লাইন আপ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। ক্রিকেট থেকে দূরে সরে গেলেও সেসব স্মৃতি এখনো নিশ্চয় মনে পড়ে ব্র্যাকেনের!

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**